মানিকচক কলেজ

মথুরাপুর, মালদা

বার্ষিক পত্রিকা

সৃজন

৪র্থ সংখ্যা

২০২৫

GPS Map Camera
Kangsha Binodpur, West Bengal, India
4w94+8pc, Manikchak College Rd, Kangsha Binodpur, Kasimnagar, West Bengal 732202, India
Lat 25.119429° Long 87.907791°
25/01/25 12:08 PM GMT +05:30
Google

মানিকচক কলেজ

মথুরাপুর, মালদা - ৭৩২২০৩, পশ্চিমবঙ্গ

সৃজন

৪র্থ সংখ্যা

বার্ষিক পত্রিকা ২০২৫

সৃজন
বার্ষিক পত্রিকা - ২০২৫
প্রকাশকাল - জুন ২০২৫

প্রকাশক ঃ
অধ্যক্ষ, মানিকচক কলেজ
মথুরাপুর, মালদা

@ মানিকচক কলেজ, মথুরাপুর, মালদা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
অ্যাকিউরেসি

মুদ্রক ঃ
অ্যাকিউরেসি
গৌড় রোড, মালদা
মোঃ - ৯৮৩২৩ ৯৩২০৬

সূ চি প ত্র

	পৃষ্ঠা নং
আহ্বায়কের কলমে	৪
Administrative Body	৬
At a Glance	৭
Staff Details	৮
Teachers Activity	৯
Recognition	১০
Central Assistance	১১
Accreditation	১২
ফিরে দেখা	১৩-১৬
শুভেচ্ছাবার্তা	১৭-১৯

প্রবন্ধ

মহাভারতের সৃষ্টিকথা ■ সোমনাথ দাস	২১
বৌদ্ধ ধর্মের মার ও আমার চিন্তা ■ বিজন সরকার	২৩
ভাবনায় ভাবিত হয়ে ■ ড. মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম	২৫
ব্রিটিশ শাসনামলে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ ■ আবেশ চ্যাটার্জি	২৭
একটি বিস্মৃত সাহিত্য পত্রিকা 'গম্ভীরা' ■ রাজকুমার মণ্ডল	২৯
মৃৎশিল্পের একাল সেকাল ■ নিমাই চন্দ্র পাল	৩২
ভারতবর্ষের জাতি গঠনে যুবকদের ভূমিকা ■ পীযূষ মন্ডল	৩৩
ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বনাম নিয়ন্ত্রণ ■ শাহিনা খাতুন	৩৬
সুফিয়া কামাল ■ দীপিকা মন্ডল	৩৮
বিলুপ্তির পথে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ■ শিল্পা সাহা	৪০
সমাজের পরিবর্তন ■ মিতালী মন্ডল	৪২

ESSAY

What Dreams May Come and Are We Ready for Them? ■ *Dr. Debaditya Mukhopadhyay*	৪৪
Value Crisis and Society ■ *Priyanka Paul*	৪৬
Country of Diversity ■ *Lipika Mandal*	৪৮
Social Media ■ *Isha Mahara*	৫০

অনুবাদ

Rajar Asukh - *Sukumar Roy* ■ *Sania Aktar*	৫২

কবিতা

জীবন যুদ্ধ ■ রণজিৎ মন্ডল	৫৫
পাঠশালার পরিচয় ■ সারমিন খাতুন	৫৫
আমার ভারত ■ সোহার বানু	৫৬
প্রিয় শিক্ষক ■ সাফিয়া খাতুন	৫৬
অহিংসার প্রতিজ্ঞা ■ জয়দেব ঝা	৫৭
শুধু তোমায় চাই ■ রাহুল সাহা	৫৭
শহীদ ■ শুভেন্দু রায়	৫৮
আমার স্বপ্ন ■ মানসি মন্ডল	৫৯
দুর্গোৎসব ■ ইশা মাহালদার	৫৯
মোবাইল ■ প্রসেনজিৎ মন্ডল	৬০
নারী ■ তৃপ্তি মন্ডল	৬১
বাস্তব ■ শুভদীপ মণ্ডল	৬১
নারী ■ জবা মন্ডল	৬২
ত্রাণ ■ প্রিয়তোষ প্রামাণিক	৬৩
প্রেয়সি দর্শন ■ ইশা মাহালদার	৬৩
আকাঙ্ক্ষা ■ দীপিকা মন্ডল	৬৪
ফিরে এসো মা ■ রবি মন্ডল	৬৫
ভুতনির বন্যা ■ প্রিয়া দাস	৬৫
পরিবেশ আমাদের মা ■ অচিন্ত্য মন্ডল	৬৬
শিক্ষক মহাশয় ■ রিকি কর্মকার	৬৬
কে তুমি ■ লিজা পারভীন	৬৭
দাবী ■ রাসমণি গোস্বামী	৬৮
রহ সতর্ক বাঁচাও জীবন ■ শিল্পা সাহা	৬৮
ভারতবর্ষ ■ আসিফা আনসারী	৬৯
শিক্ষক ■ ভরত ঘোষ	৬৯
ফ্রি ফায়ার ■ বাপন মন্ডল	৭০
শিমুল ঝরার দিন ■ মিতালী মন্ডল	৭০
দাবী ■ গৌরী মন্ডল	৭১
জীবনের বাস্তবতা ■ রাহুল সাহা	৭১
এ কেমন স্বাধীনতা ■ সোনু আফসানা	৭২
বাবাকে নিয়ে ■ সুস্মিতা মন্ডল	৭৩
বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ■ লক্ষ্মী মন্ডল	৭৩
পড়াশোনা ■ রিজওয়ানা খাতুন	৭৪
মা ■ আসিয়া খাতুন	৭৪
Women ■ Supriya Mandal	৭৫
Silence ■ Ritu Mandal	৭৫

গল্প

জীবনের পথচলা ■ সেখ মোক্তারুল হোসেন	৭৬
মেয়েদের জীবনের বাস্তব কথা ■ খুশি কর্মকার	৭৮
আমার প্রিয় খেলা ■ বাপন মন্ডল	৮০
আমাদের কলেজ ■ মাধবী মন্ডল	৮১
পবিত্র নদীর জল এখন দূষিত ■ রবি মন্ডল	৮২
ভরদুপুরে স্নিগ্ধ শীতের উচ্ছ্বাস ■ কাবেরী মন্ডল	৮৩
হারানো সময়ের স্মৃতি ■ অচিন্ত্য মন্ডল	৮৩
আমাদের কলেজ ■ নন্দিতা মন্ডল	৮৪
এক হত্যাকাহিনী ■ শরিফা খাতুন	৮৫
A Driven Youth ■ Abdul Mannan Momin	৮৬

ভ্রমণ কাহিনী

আমার চোখে কলকাতা ■ তরল মন্ডল	৮৭
একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ■ ফুলেশ্বরী মন্ডল	৮৮

নাটক

কিছু কথা ■ মাহারুক নেসা	৮৯
Overall Activity 2024-25	৯০
Scholarship 2023-24	৯১
Facilities & Future Plan	৯২

আহ্বায়কের কলমে

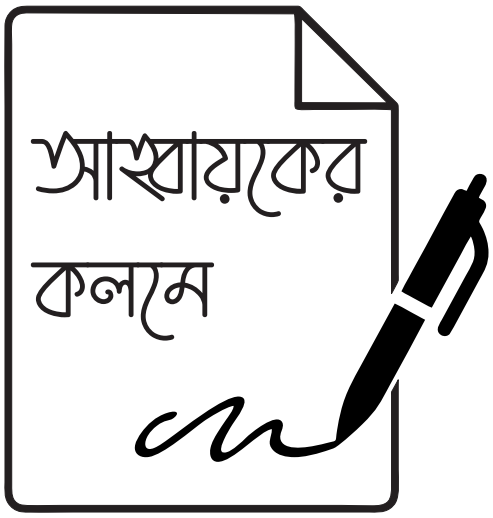

'সহিত' শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দের উদ্ভব। 'সহিত' শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় যোগে সাহিত্য পদটি নিষ্পন্ন। "শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা"। অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের যথাযথ সহভাব বা মিলনের দ্বারা উদ্ভুত বিদ্যাই হল সাহিত্যবিদ্যা। সাহিত্য বলতে বোঝায় শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বা বাচক ও বাচ্যের সম্বন্ধ। সাহিত্য মনুষ্য জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আচার্য মম্মট কাব্য বা সাহিত্যের আবশ্যকতা তুলে ধরতে বলেছেন -

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্ব্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।"

(কাব্যপ্রকাশ, ১/২)

অর্থাৎ সাহিত্য রচনা ও পাঠের মাধ্যমে লেখক ও পাঠক উভয়েই উপকৃত হন। একজন কবি বা সাহিত্যিক উত্তম সাহিত্য কৃতির মাধ্যমে খ্যাতি বা যশ লাভ করেন, আর্থিক ভাবে উপকৃত হন, পাঠকগণ সমাজে প্রচলিত রীতি নীতি আচার আচরণ সম্পর্কে অবহিত হন, অমঙ্গল দূরীভূত হয়, অলৌকিক আনন্দ লাভ করেন, এবং জীবনে চলার পথে পরম হিতৈষী স্ত্রীর ন্যায় উপযুক্ত উপদেশ পেয়ে থাকেন।

উত্তম সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনটি বিষয় একান্ত জরুরী, প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস। আমাদের কলেজ পত্রিকা সৃজন ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করে তাদের অর্জিত পাঠ্য বিষয়কে সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত করতে বদ্ধপরিকর। তাদের এই সৃজনশীল মননকে অভ্যাসে পরিণত করতে প্রতি বছর কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে কলেজ কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারবদ্ধ। বিভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে উঠে আসা ছাত্রছাত্রীদের জীবন সংগ্রাম, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, কল্পনা শক্তির বিকাশে মঞ্চ প্রদান করে আমাদের এই পত্রিকা।

সৃজন'-এর সিংহভাগ লেখাই মানিকচক জনপদের ছাত্রছাত্রীদের। তাদের আঁতের কথা, যাপনের সালতামামি ও রয়ে-সয়ে চলার আলেখ্য এতে বিধৃত। হোক ভাঙাচোরা ভাবনা, বলুক শ্রীহীন খোট্টার মিশ্রণে নির্মিত কৃত্রিম ভাষা, তবু সাধ্যাতীত সাধনায় লেখা জমা দিয়ে তারা পত্রিকার মান সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গে পেয়েছি অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের জ্ঞানঋদ্ধ লেখনী, যা অপরিমেয় আনন্দের বিষয়ও বটে। বহুমূল্য শুভেচ্ছা পত্র 'সৃজন'-এর শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও স্টাফ ডিটেইল্স, টিচিং অ্যাক্টিভিটি, কর্মপঞ্জির চিত্রমালিকা কলেজের কর্মযজ্ঞের বর্ণালি প্রিজম রূপে ফুটে উঠেছে।

শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অনুপ্রেরণা দিয়ে সম্মাননীয় অধ্যক্ষ ড. অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয় সর্বাধিক সাহায্য করেছেন। নিখাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তাঁর ঐকান্তিকতাকে। কলেজের প্রশাসক এবং মালদা সদরের মহকুমা শাসক আমাদের পাশে রয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়কে, যিনি আগাম শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাডোরে বন্ধ করেছেন। কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ দিই, যাঁরা সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া অপরিমেয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি টাইপিস্ট সুব্রত পাল মহাশয়কে, যিনি সুনিপুণ কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মানানসই মলাটবন্দী পত্রিকা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গৌরব বৃদ্ধি করিয়েছেন।

ম্যাগাজিন কমিটির পক্ষে
সোমনাথ দাস
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
আহ্বায়ক, ম্যাগাজিন কমিটি
মানিকচকক কলেজ

Members of the First Governing Body

MANIKCHAK COLLEGE

Mathurapur, Malda

1. Ashis Kumar Saha	President
2. Md. Nazmul Hoque	State Government Representative
3. Aheda Khatun	State Government Representative
4. Dr. Niranjan Kumar Mridha	University Representative
5. Debasmita Saha	University Representative
6. Md. Masud Ali	Teacher Representative
7. Dr. Goutam Sarkar	Teacher Representative
8. Prashanta Chowdhury	Teacher Representative
9. Aktar Hossain	Non-Teaching Representative
10. Vacant	WBSCHE Representative
11. Vacant	Student Representative
12. Sabitri Mitra	Representative from Sponsoring Body promoting the establishment of College
13. Dr. Aniruddha Chakraborty	Principal and Secretary

MANIKCHAK COLLEGE

AT A GLANCE

Name of College	:	**MANIKCHAK COLLEGE**
Year of Establishment	:	2014
Affiliating University	:	University of Gour Banga
Recognition	:	UGC 2(f) & 12(B)
Accreditation	:	NAAC - B (2023)
Sanctioned Posts	:	Principal - 01 Teaching - l0 Non-Teaching - 5
Existing Status	:	Principal - 1 Teaching (Substantive) - 10 SACT - 8 Non-Teaching (Substantive) - 5 Contractual Non-Teaching - 5 Karmobandhu - 1 Sweeper - l
Current Enrolment Status	:	lst Sem - 3265 3rd Sem - 1463 5th Sem - 1317
Subjects Offered (majorwise):		Bengali - 800, Education - 700, English -100, History - 700, Philosophy -115, Political Science -600, Sanskrit - 100, Sociology - 200
Total Library Books	:	6000 Approx.

MANIKCHAK COLLEGE

STAFF DETAILS

PRINCIPAL

Dr. Aniruddha Chakraborty

M.Sc (Chemistry), MA (Education), M.Ed., Ph.D. (Chemistry & Education)

FACULTY

Sri Somnath Das, MA, B.Ed.
Assistant Professor in Sanskrit
Sri Bijan Sarkar, MA, B.Ed.
Assistant Professor in History
Md. Masud Ali, MA, B.Ed., M. Phil.
Assistant Professor in English
Dr. Debaditya Mukhopadhyay, MA, Ph.D.
Assistant Professor in English
Dr. Goutam Sarkar, MA, M Phil., Ph.D.
Assistant Professor in Bengali
Dr. Md. Sadequl Islam, MA, Ph.D.
Assistant Professor in Bengali
Samaresh Adhikary, MA
Assistant Professor in Sanskrit
Prashanta Chowdhury, MA
Assistant Professor in Pol. Sc.
Wangchu Lama, MA, M. Phil.
Assistant Professor in Pol. Sc.
Abesh Chatterjee
Assistant Professor in History
Sri Nimai Chandra Paul, MA
SACT (Bengali)
Sarada Pal, MA B.Ed.
SACT (Sanskrit)
Farida Parvin, MA, B.Ed.
SACT (Sociology)
Sujit Ghosh, MA
SACT (Education)
Priyanka Paul, MA, B.Ed.
SACT (Education)
Rajkumar Mandal, MA, B. Ed., M. Phil.
SACT (History)
Motaleb Ali, MA, B.Ed., M Phil.
SACT (Political Science)
Rajkumar Saha, MA, M Phil.
SACT (Political Science)

OFFICE

Aktar Hossian, MA
Accountant (A/c)
Dibakar Mandal, BA
Cashier (A/c)
Hasina Begam, MP
Peon
Abhiram Mahaldar, HS
Peon
Amit Mahaldar, HS
Guard
Md. Selim Akhtar, BCA, B.Ed.
DEO
Dulal Ch. Mandal, B.Sc
Clerk
Soumitra Mandal, BA
Clerk
Santosh Mahaldar, HS
Peon
Afsar Hossain, VIII pass
Night Guard
Fekni Mandal
Karmobondhu
Mangal Bhagat
Sweeper

MANIKCHAK COLLEGE

TEACHERS' ACTIVITY

Sl. No.	Name	Designation	No. of Paper Presented in Seminars	No. of Workshop / Symposia Attended	Journal(s) Published	Book(s) / Chapter Published	Invited Lectures
1	Somnath Das	Asst. Professor	04		01		
2	Bijan Sarkar	Asst. Professor	02		01		
3	Md. Masud Ali	Asst. Professor	01			04	05
4	Dr.Debditya Mukhopadhyay	Asst. Professor	01			04	05
5	Dr. Goutam Sarkar	Asst. Professor	03		01	05	
6	Dr. Md. Sadequl Islam	Asst. Professor	01	01	02	03	
7	Prashanta Chowdhury	Asst. Professor					
8	Samaresh Adhikary	Asst. Professor	02	01			
9	Wangchu Lama	Asst. Professor			01		
10	Abesh Chatterjee	Asst. Professor					
11	Nimai Chandra Paul	SACT					
12	Sarada Paul	SACT	01		01		
13	Priyanka Paul	SACT					
14	Motleb Ali	SACT	02	01			
15	Rajkumar Saha	SACT					
16	Rajkumar Mandal	SACT					12
17	Sujit Ghosh	SACT			02		
16	Farida Parvin	SACT	01	02			

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

F. No. 8-325/2019 (CPP-I/C) August, 2019

29 AUG 2019

The Registrar,
University of Gour Banga
P.O. Mokdumpur, Dist. Malda - 732 103
West Bengal

Sub: - Recognition of College under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter no. F-9/746/19 dated 17.06.2019 received from the Principal, Manikchak College, Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203, West Bengal on the above subject and to say that it is noted that the College is **aided** and **temporarily** affiliated to **University of Gour Banga, Malda**. I am further to say that the name of the following College has been included in the list of Colleges prepared under Section 2(f) of the UGC Act, 1956 under the head '**Non-Government** Colleges teaching upto **Bachelor's** Degree':-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Manikchak College, Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203, West Bengal. AISHE CODE:- C-50818	2014	The college does not fulfil the requirement of permanent affiliation. Therefore, the college is **not** eligible to receive Central assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

The Indemnity Bond and the other supporting documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(Pramod Sharma)
Under Secretary

Copy to:-

1. The Principal,
   Manikchak College
   Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203
   West Bengal.
2. The Secretary,
   Government of India
   Ministry of Human Resource Development
   Department of Higher Education
   Shastri Bhawan
   New Delhi - 110 001.
3. The Addl. Chief Secretary (Higher Education)
   Government of West Bengal
   6th Floor, Room No. 604, Biksh Bhawan
   Salt Lake, Sector – 2
   Kolkata – 700 091, (West Bengal).
4. The Joint Secretary, UGC
   Eastern Regional Office (ERO)
   LB-8 Sector-III, Salt Lake
   Kolkata - 700 091, (West Bengal).
5. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
6. Guard file.

(Madan Lal)
Section Officer

(Madan Lal)
Section Officer

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

F. No. 8-325/2019 (CPP-I/C)

September, 2020

1, 1 SEP 2020

The Registrar,
University of Gour Banga
Rabindra Avenue
P.O. & Dist. Malda – 732 101
West Bengal

Sub: - Declaring a College fit to receive Central Assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter no. F/9/821/2020 dated 16.03.2020 received from the Principal, Manikchak College, Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203, West Bengal on the above subject and to say that it is noted that the following college is **aided** and **permanently** affiliated to **University of Gour Banga, Malda**. The college is already included under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 vide this office letter no. F.No.8-325/2019 (CPP-I/C) dated 29.08.2019. I am further to say that the name of the following college has been included in the list of colleges prepared under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head **'Non-Government'** Colleges teaching upto **Bachelor's** Degree':-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Manikchak College, Post - Mathurapur, Dist. Malda - 732 203, West Bengal. AISHE Code : C-50818	2014	The College is now declared fit to receive Central assistance in terms of Rules framed under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

The documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(Anita Gogna)
Under Secretary

2. The Secretary,
   Government of India
   Ministry of Human Resource Development
   Department of Higher Education
   Shastri Bhawan
   New Delhi - 110 001.
3. The Addl. Chief Secretary (Higher Education)
   Government of West Bengal
   6th Floor, Room No. 604, Biksh Bhawan
   Salt Lake, Sector – 2
   Kolkata – 700 091, (West Bengal).
4. The Joint Secretary, UGC
   Eastern Regional Office (ERO)
   LB-8 Sector-III, Salt Lake
   Kolkata - 700 091, (West Bengal).
5. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
6. Guard file.

(Madan Lal)
Section Officer

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
is pleased to declare
Manikchak College
Lalbathani, Mathurapur, Dist. Malda,
affiliated to University of Gour Banga, West Bengal as
Accredited
with CGPA of 2.25 on four point scale
at B grade
valid up to May 18, 2028

Date : May 19, 2023

Director

EC(SC)/155/1st Cycle/WBCOGN113054

CONSTITUTION DAY POL. SC.

DANCE COMPETITION STUDENTS WEEK 2025

ENGLISH DEPARTMENT WORKSHOP

ENGLISH DEPARTMENT FAREWELL

ENGLISH DEPARTMENT POSTER PRESENTATION

FILM EXHIBITION

CELEBRATION OF HUMAN RIGHTS DAY, POL. SC. DEPTT.

BENGALI DEPARTMENT POSTER PRESENTATION

REPUBLIC DAY CELEBRATION

QUIZ 2025 STUDENTS WEEK

STUDENTS SEMINAR JAN 2025 FOR STUDENTS WEEK

TEACHERS' DAY, DEPARTMENT OF EDUCATION

TEACHERS' DAY - DEPARTMENT OF ENGLISH

VIDYASAGAR JAYANTI 2024

QUIZ COMPETITION 2025

BHASHA DIBAS - 2025

ANNUAL SPORTS - 2024

ANNUAL SPORTS - 2024

ANNUAL SPORTS - 2024

ANNUAL SPORTS - 2024

FAREWELL - DEPARTMENT OF SANSKRIT

TEACHERS' DAY - DEPARTMENT OF SANSKRIT

WORLD ENVIRONMENT DAY CELEBRATION

TEACHERS' DAY - DEPARTMENT OF ENGLISH

FRESHER'S WELCOME & FAREWELL

WALL MAGAZINE

STUDENTS' SEMINAR 2025

STUDENTS' SEMINAR 2025

PHOTOGRAPHY EXHIBITION 2025

PERFORMANCE - "CHITRANGADA"

PERFORMANCE - "CHOKHE ANGUL DADA"

TREE PLANTATION

UNIVERSITY OF GOUR BANGA

Established under the West Bengal Act XXVI of 2007
[Recongnized U/S 2(f) & 12(B) of the UGC Act]

Prof. Pabitra Chattopadhyay
VICE CHANCELLOR

Phone : 03512-223666
URL :- www.ugb.ac.in
Email:- vc@ugb.ac.in
Mob. (office) :9083266266

P.O.- Mokdumpur , Dist.: - Malda , West Bengal, Pin : 732103

Ref.No.— */ UGB/VC -* 25 *Date* 06.03.2025

MESSAGE

It is very encouraging to note to learn that Manikchak College has ***successfully completed a decade of academic excellence*** and is now publishing its ***4th College Magazine***. This milestone reflects the dedication and perseverance of the faculty, students, and staff in fostering a vibrant educational environment.

A college magazine serves as a creative platform for students to express their thoughts, ideas, and talents while also capturing the essence of an institution's journey. I appreciate the efforts of the editorial team in bringing together diverse perspectives and achievements through this publication.

On this occasion, I extend my best wishes to Manikchak College for its continued growth and academic success. May this magazine inspire and encourage students to explore their potential and contribute meaningfully to society.

I passionately and sincerely wish the event a great success.

Chattopadhyay

Professor Pabitra Chattopadhyay
Vice Chancellor,
University of Gour Banga, Malda

Prof. Pabitra Chattopadhyay
Vice Chancellor
University of Gour Banga
Malda-732103, W.B.

MANIKCHAK COLLEGE

(Affiliated to the University of Gour Banga)
ESTD. : 2014
POST : MATHURAPUR, DIST. - MALDA, PIN - 732203
Website : www.manikchakcollege.com // e-mail : manichakcollege@gmail.com
Phone : 03513-28348

Ref. No..... *Date.....*

স্কুল , কলেজ ও ইউনিভার্সিটি যাই হোক না কেন পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়েও স্বাধীনপাঠের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। স্বাধীনপাঠে মনোভূমি যেমন সমৃদ্ধ হয় , তেমনি সমতালে প্রসারিত হয় মননের ক্যানভাস। একই খাদ্যে মন যেমন অনীহা জানায় , একই রকমের গতানুগতিক পাঠেও মন বিষিয়ে ওঠে । তখন প্রয়োজন হয় স্বাদ পরিবর্তনের । খেলাধূলা যেমন দৈহিক দৃঢ়তা আনয়ন করে , ঠিক তেমনি স্বাধীনপাঠ মানসিকতাকে বহুগুণ প্রসারিত করে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যায়। এই ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য জ্ঞানঋদ্ধ মানুষ শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই নন , অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান থেকেও মনের খোরাক-পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকেন। এই মানস ও লক্ষ্যেই আমাদের মানিকচক কলেজের 'সৃজন'-৪র্থ সংখ্যা বার্ষিক পত্রিকার আয়োজন ও প্রকাশ।

যুগের দ্রুততার সঙ্গে তাল মেলাতে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে এহেন উপাদেয় সম্পদ যদি তুলে না দেওয়া যায়, তাহলে তাদের প্রতি অবিচার হবে বলে আমাদের ধারণা। এই ম্যাগাজিন প্রকাশে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হয় ; প্রথমত পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা বিচার , দ্বিতীয়ত অপরের মানসিক সম্পদ সকলের মধ্যে বিতরণ করে সমৃদ্ধি প্রদান করা।

কলেজের স্থায়ী ইমারত বয়সের দিক দিয়ে অতি নবীন। বর্ষযোগে এক দশক । স্বল্পকালের কলেজ ম্যাগাজিন প্রান্তিক পড়ুয়ার কাঁচা-পাকা লেখায় সমৃদ্ধ। ভাবতে এটুকু ভালো লাগে , ম্যাগাজিনের পূর্ণ কায়া-কাঠামো তৈরিতে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা , অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সমবেত প্রয়াস অকুণ্ঠচিত্তে নিয়োজিত হয়েছে। সর্বাংশ উৎকৃষ্ট মানসম্মত লেখায় ভরা তা জোর দিয়ে বলতে পারি না , তবে সগর্ব হলফ করে বলতে পারি নিকট ভবিষ্যতে আরও মানসম্মত পত্রিকা প্রকাশের বাসনা রাখে মানিকচক কলেজ। এই পত্রিকাকে বাস্তব রূপ দিতে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি রইল হার্দিক কৃতজ্ঞতা । পরিশেষে বলি , আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি ছাত্র-ছাত্রীর কল্যাণে সামান্যতমও নিবেদিত হয় তাহলে নিজেদের সার্থক জ্ঞান করব।

ধন্যবাদান্তে-

অধ্যক্ষ, মানিকচকক কলেজ

মহাভারতের সৃষ্টিকথা

সোমনাথ দাস
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

পৃথিবীর আদি এবং ধ্রুপদী মহাকাব্য চতুষ্টয়ের মধ্যে মহাভারত অন্যতম। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাকাব্য। মহাভারতের রচয়িতা হিসেবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের নাম প্রসিদ্ধ হলেও কোন কোন পণ্ডিতদের ধারণা সুবৃহৎ এই মহাকাব্য কোন একজন ব্যক্তির রচনা নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির লেখনী দ্বারা মহাভারত পরিপুষ্ট হয়েছে। মহর্ষি ব্যাস বিরচিত এই মহাকাব্য বস্তুত এক সংহিতা অর্থাৎ সংকলন গ্রন্থ।

ধর্মগ্রন্থ রূপে একে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ। আসলে যে সকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য পুরাকালে প্রচলিত ছিল তাই সংগ্রহ করে সংকলিত হয়েছে এই মহাভারত গ্রন্থে। এই গ্রন্থ একাধারে ধর্মশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস এবং কাব্য। যদিও কাব্যাপেক্ষা মহাভারত ইতিহাস হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। মহাভারতেও একে ইতিহাস রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। "ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসূতঃ" (মহা, ১/১/৫৪)। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে 'ইহা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।' Winternitz মহাভারতকে "Literary Monster" অর্থাৎ "সাহিত্যদানব" আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

প্রবাদ আছে, 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।' অর্থাৎ এই গ্রন্থে যা আছে তা অন্য গ্রহে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু মহাভারতে যা নেই তা অন্যত্র কোথাও নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপম গ্রন্থ এই ভারত-কথা। ভারতবর্ষের চিরকালের চিত্তসম্পদ বিধৃত আছে এই মহাগ্রন্থে। বিষয়বস্তুর গৌরবে, ভাবের গাম্ভীর্যে এবং আকৃতির বিরাটত্বে এই গ্রন্থ পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাগ্রন্থ নিঃসন্দেহে। ধারে-ভারে-বিশালতায় এই গ্রন্থ সেকালের অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব ও মহত্ব লাভ করায় বলা হয়েছে 'মহাভারত'।

"মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে" (মহা, ১/১/২০৮)। কথিত আছে, পুরাকালে দেবগণ মিলিত হয়ে তুলাদণ্ডের একদিকে সরহস্য সমগ্র বেদ ও অপরদিকে মহাভারত চাপিয়ে দিয়ে ওজন করে দেখেছিলেন তাঁরা। তাতে এই গ্রন্থখানির মহত্ব এবং ভারত্ব বেশী হওয়ায় মহাভারত নামে খ্যাত হয়েছে সেকালে। অধিকন্তু, ভরতবংশীয় রাজাদের বৃত্তান্ত ও মহিমা কীর্তিত হয়েছে এতে। যে কারণে একে বলা হয়েছে 'ভারত'।

বর্তমানে প্রাপ্ত মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক পাওয়া যায়। তবে মূল শ্লোকসংখ্যা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। মহাভারতকে কোথাও 'অষ্টৌ শ্লোক-সহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোক-শতানি চ' কোথাও 'চতুর্বিংশতিসাহস্রী সংহিতা', কোথাও বা 'শতসাহস্রী সংহিতা' বলা হয়েছে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনেকে অনুমান করেন যে মূল মহাভারত থেকে বর্তমান মহাভারত পর্যন্ত পৃথক পৃথক তিনটি স্তরে সমগ্র রচনার ক্রমপরিণতি ঘটেছে। আদি পর্বের ভূমিকায় বলা হয়েছে মহাভারত কাহিনী তিন ব্যক্তির দ্বারা তিন বার বিবৃত - প্রথমে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস আপন শিষ্য বৈশম্পায়নকে শোনান; দ্বিতীয় বারে বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নাগযজ্ঞে জনমেজয়কে পূর্বশ্রুত কাহিনী শোনান এবং তৃতীয় বারে লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি শৌনকাদি ঋষিগণকে সেই কাহিনী শোনান। তৃতীয় কাহিনীই লোকবিশ্রুত হয় অর্থাৎ বেদব্যাসরচিত বা বর্ণিত মূল বা প্রাথমিক মহাভারত ৮৮০০ ব্যাসকূট বা মূল শ্লোকে সম্পূর্ণ। বৈশম্পায়ন বর্ণিত মহাভারত ২৪০০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ এবং সেখানে অবান্তর আখ্যান-উপাখ্যান ছিল না। তারপর সৌতি এক লক্ষ শ্লোকে পূর্বশ্রুত কাহিনী বর্ণনা করেন এবং সৌতি বর্ণিত কাহিনীই বর্তমান মহাভারত। পণ্ডিতদের ধারণা আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই অধূনা লব্ধ মহাভারতের রচনা সুসম্পন্ন হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের মার ও আমার চিন্তা

বিজন সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

‘মার’ শব্দটি ত্রিপিটক সাহিত্যে বহুল প্রচলিত নাম। মার শব্দটি পালি শব্দ থেকে এসেছে , যার অর্থ হলো ধ্বংসকারী। ‘মার’ বলতে একটি রূপক অর্থে বোঝায়। মারের স্থায়ী কোনো আকার, আকৃতি, অস্তিত্ব ও অবস্থা আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। তা সত্ত্বের চিন্তা-চেতনা ও কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তারই এর স্বভাব। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে দেখতে পাই, মার বলতে সকল প্রকার অশুভ শক্তির আধার, উন্নতির অন্তরায়, সাফল্যের প্রতিবন্ধক, মুক্ত, সুস্থ ও সুন্দর চিন্তা বিরোধক শক্তিকে। মারের শক্তি দুর্দমনীয় ও পরাক্রমশালী। আভিধানিক অর্থে ‘মার’ অকুশল মনোবৃত্তি রিপুসমূহের অপশক্তি। ত্রিপিটক সাহিত্যে উল্লেখ আছে, রতি, আরতি, তৃষ্ণা নামে তিন কন্যা এবং কাম, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি অগণিত সৈন্য সামন্ত ছিল। মানুষ কল্যাণ পথে অথবা ধ্যান ও মার্গ পথে অগ্রসর হলেই প্রথমে যে মার সেনা আক্রমণ করে তা হল কাম ভোগের বাসনা। সাধক যদি এই ধাপকে অতিক্রম করে সম্মুখ অগ্রসর হয় তারপরে আক্রমণ করে আরতি সেনা। পর্যায়ক্রমিক ভাবে ক্ষুধা-পিপাসাসেনা, বাসনা বা তৃষ্ণা সেনা, তন্দ্রা ও ভয়-ভীতি সেনা, সংশয় বা সন্দেহ সেনা, মান-অভিমান, লাভ-সৎকার, পূজা প্রভৃতি সেনা একটির পর একটি এসে উপস্থিত হয়। এই সেনারা সাধককে পরাস্ত করতে সর্ব অশুভ শক্তি

নিয়োগ করে। এসব মার সেনাকে অতিক্রম করতে না পারলে বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভ কখনই সম্ভব নয়।

বুদ্ধের জীবনে ‘মার’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল তার বোধিলাভের পূর্ববর্তী মুহূর্ত। মার এই সময় বিভিন্ন প্রলোভন এবং ভয় দেখিয়ে বুদ্ধকে তাঁর গৃহ ত্যাগ না করানোর চেষ্টা করে, গৃহত্যাগ করলেও নানাভাবে তাকে ধ্যান থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল। মার তাঁর কন্যাদের দিয়ে বুদ্ধকে কামনায় লিপ্ত করার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু বুদ্ধ উপলব্ধি করেন যে ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং তার পেছনে ছোটা অর্থহীন। এই উপলব্ধি তাকে প্রলোভন থেকে মুক্তি দেয়। মার ভয় দেখানোর জন্য মানবদেহে অন্ধকারের সৃষ্টি করে। বৃদ্ধ একে মনের কল্পনা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার ধ্যান অব্যাহত রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ বিজিত হন অর্থাৎ মারের সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মের মার-এর উপলব্ধির পর আমার চিন্তা বা ভাবনা হল আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিনিয়ত মার রুপী অশুভ শক্তি বিরাজ করে, আমাদের শুভ কাজগুলোকে প্রতিনিয়ত বিরত রাখতে চেষ্টা করে। আমরা মারের প্রলোভনে পা দিয়ে প্রতিনিয়ত অশুভ কাজগুলি করে থাকি। আমার ব্যক্তিগত চিন্তা হলো, মারের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য আমাদের প্রতিদিন মননশীলতার চর্চা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সংযম ও থাকা উচিত যাতে আমরা আমাদের দেহের কু-প্রবৃত্তিরূপি মারকে পরাস্ত করতে পারি। মধ্য মার্গের অনুসরণ, যা উগ্রতা ও উদাসীনতার মধ্যে সমন্বয়, আমাদের এই সংগ্রামে সহায়ক হতে পারে সেই পথ অনুসরণ করা উচিত।

বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক পথ, বিশেষ করে শুদ্ধ দৃষ্টি, শুদ্ধ সংকল্প এবং শুদ্ধ মনন, আমাদের মনকে শুদ্ধ ও মার মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। আমি বিশ্বাস করি, বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসন এবং এর মূলনীতি আমাদের জীবনকে সুন্দর, শান্ত এবং সমৃদ্ধ করতে পারে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করা মানে আমাদের মনকে মুক্ত, শুদ্ধতা এবং শান্তির দিকে নিয়ে নিয়ে যাওয়া। মারের বিরুদ্ধে লড়াই করা কেবল একটি ধর্মীয় নয়, বরং একটি অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ যা আমাদের নিজেদের উন্নত করতে সাহায্য করে।

তাই পাঠকের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ, তাঁরা যেন যাপিত জীবনের প্রতি মুহূর্তে মারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারার জন্য আত্ম-গঠনের পাশাপাশি মননশীলতার প্রতি দৃষ্টি নিবেশ করেন। ভগবান বুদ্ধ প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুসরণ করতে পারেন এবং নিজেদের অপশক্তিরূপী 'মার'কে পরাস্ত করে সাফল্য পেতে পারেন, তার প্রতি যেন সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারেন তাই হলো আমার প্রকৃত চিন্তা।

ভাবনায় ভাবিত হয়ে

ড. মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে বড়ই বেগ পেতে হল। শারীরিক না হলেও মানসিক। কারণ? ম্যাগাজিনে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়াদের পক্ষ থেকে লেখা জমা দেওয়ার অনীহা। তলিয়ে দেখলে পড়ুয়াদের অনীহার কারণ অনুধাবন সহজ হতে পারে। এই শতাব্দীর দুইয়ের দশক শুরু হয়েছে বড় কষ্টের মধ্য দিয়ে। করোনার থাবা সবার উপরেই আঁচড় কেটেছে। ফলত লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দেওয়ার মতই অবস্থা হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। তার তরঙ্গায়িত প্রভাবের কুফল আজও ছাত্রছাত্রীর উপর ভর করে রয়েছে। অপ্রিয় হলেও সত্য, না পড়িয়েও পাস করানো হয়েছিল সেদিনের মুমূর্ষ লগ্নে। পড়ুয়ারা পাস তো করল কিন্তু পরিণত হোলো কাঠের বিড়ালে। কেউ কেউ ভাবীজীবনের অশনি সংকেত অনুভব করে রুটি- রুজির সন্ধানে মনোনিবেশ করল। যারা আত্মকৌলিন্য বিসর্জন দিতে পারল না, যারা শিক্ষাকে সার্বিক সমৃদ্ধির তৌলিক মাপে ওজন করল, যারা শিক্ষাগত পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে আত্মপ্রতিষ্ঠায় মগ্ন রইল তাদের স্রোতটা আজ কলেজমুখী হয়েছে। তারা বলনে-কথনে চতুর হতে পারে কিন্তু সিংহভাগটাই লিখনের শক্তিতে ততটাই পলকা এবং পানসে। বহু পড়ুয়া আবার ঘটি নিয়ে সমুদ্রস্নান চায়। কলেজের নিবন্ধন খাতায় নাম রেখে কৃতকার্যের ডিগ্রি যেমন-তেমন ভাবে হাসিল করতে মন থেকে মরিয়া। অদৃশ্য শক্তির দৌলতে কি ভগবানের কৃপায় কি আল্লাহর দোআয় তারা হয়তো স্নাতক হয়ে যাবে। কিন্তু এই স্নাতক নামমাত্র। পূর্ণ পুণ্যস্নান তাদের সাধিত হবে না।

কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবে এ এক তুষ্টির বিষয়। মন ও মনন প্রকাশের মুক্তবাহন, তা সত্ত্বেও আজ যেন ছাত্র-ছাত্রীর কান ধরে এনে তাদের লেখা চেয়ে নিতে হচ্ছে। এই রোগ শুধু পড়ুয়াদেরই নয়, সমান্তরাল পাঠদাতা-দাত্রীদেরও। হ্যাঁ শিক্ষককুলের কথা বলছি। কাউকে ছোট করে নয়, যথা সম্মান-শ্রদ্ধা রেখেই বলছি আমাদের শিক্ষককুলের এ এক মস্ত দোষ। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, অনেকে ভাবছেন ম্যাগাজিনের জন্য লেখা মানে শ্রমের ধন জলে ফেলা। কেউ আবার অন্যভাবে ভাবছেন, ম্যাগাজিনের লেখা কেউ পড়বে না, সুতরাং প্রাণ লড়িয়ে লিখে লাভ নেই। দু'একজনের ভাবনা

এমন, পাছে যদি কেউ ভুল ধরে। নাহ বাবা! 'ডেথ বিফোর ডিসঅনার' --- সম্মান হারানোর চেয়ে মরণ ভালো।

আমি বলি, না লিখে বসে থাকার চেয়ে লিখে সম্মান হারানো অনেক শ্রেয়। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় এমনও দেখলাম, লেখা চাইলেই তিনি পরের জনকে চিমটি কাটেন। বোঝা যায়, তিনি লেখা দেবেন না, অপরকে দিতে উৎসাহ দিচ্ছেন। কেউ আবার নিজস্ব ভাষা-জ্ঞানের খামতির দীনতা প্রকাশ করেন। অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে নতশিরে বলেন, এই লেখাজোকা সাহিত্য বিভাগের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাঁর নয়। কেউ সরাসরি দোহাই দেন সংসার তরণীর। হাসি পাই, লেখাজোকার কাজটি কেবল তাহলে যাঁদের সংসার হয়নি তাঁদের জন্যই বরাদ্দ ?

আসলে আমাদের ভেতর অদৃশ্য এক 'আমিত্ব' বাস করে, যা বারংবার মস্তিষ্ককে হাতুড়ি দিয়ে নেতিবাচক ভাবনায় ভাবিত করতে থাকে। তোমারটা অপরের সমতুল্য হবে না, তুমি অপরের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হবে। এছাড়া কেউ কেউ ভাবেন, অন্যের লেখার তুলনায় তার লেখা যদি ভাবে-ভারে ক্ষয়াক্ষীণ হয়ে পড়ে তাহলে কদরের কাপড় সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

আমার এ অনুমান সঠিক নাও হতে পারে, তবে সামান্যতমও যদি সঠিক হয় তাহলে বলি, নেতি-ভাবনার ডালি বিসর্জন দিয়ে মাথা হালকা করে কলম ধরুন। মানুষ ধোঁকা দিতে পারে মানুষকে। কিন্তু কলম ধোঁকা দেবে না, উপহার দেবেই কিছু না কিছু।

ব্রিটিশ শাসনামলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ

আবেশ চ্যাটার্জি
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

দুর্ভিক্ষ বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে জীবনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। দুর্ভিক্ষ-স্ফীতি, সরকারি নীতি, যুদ্ধ, ফসলের মৌসুমে ব্যর্থতা, উচ্চ দারিদ্র্যের হার বা জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতার অনেক কারণ থাকতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একত্রিত হয় বা মহামারীতে পরিণত হয়, উচ্চ মৃত্যুহার এবং অপুষ্টি। ১৯ শতকে একের পর এক দুর্ভিক্ষে ভারতীয় জনগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এটি ঔপনিবেশিক নীতির ফলে হয়েছে, যার মধ্যে ট্যাক-ভাড়া, অবাধ বাণিজ্য, কৃষিকে অবহেলা এবং উচ্চ শুল্ক। সর্বমোট, ব্রিটিশ রাজের সময় ৩১টি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যার শেষটি ছিল বেঙ্গল দুর্ভিক্ষ, যার ফলে ৪ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

ব্রিটিশ যুগে প্রধান ভারতীয় দুর্ভিক্ষের সময়রেখা

১৭৬০ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত, ভারতীয় অর্থনীতি একটি বড় পতনের সাক্ষী হয়েছিল, এবং প্রায় ৮৫ মিলিয়ন ভারতীয় ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কারণে মারা গিয়েছিল। এগুলো ছিল ব্রিটিশ শাসনামলে গৃহীত অর্থনৈতিক নীতির পরিণতি। নীচে অঞ্চল, ফলাফল এবং গভর্নর-জেনারেল-এর ক্ষেত্রে এই দুর্ভিক্ষগুলির একটি তালিকা রয়েছে -

১৭৭০ সালের বাংলায় দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষের আওতাভুক্ত অঞ্চলগুলি ছিল প্রাথমিকভাবে মধ্য বাংলা ও বিহার। এটি জন কার্টিয়ের অধীনে ছিল এবং দুর্ভিক্ষের ফলে এলাকার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মারা গিয়েছিল।

১৭৮২ সালের চালিসার দুর্ভিক্ষ

এই দুর্ভিক্ষের আওতাভুক্ত অঞ্চলগুলি ছিল পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লি এবং রাজপুতানা। এটি ওয়ারেন হেস্টিংসের অধীনে ছিল, যার ফলে ১১ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

১৭৮৮ সালে দোজিবড়ার দুর্ভিক্ষ

মারওয়ার, হয়দ্রাবাদ, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্য এই দুর্ভিক্ষের আওতায় রয়েছে। এটি জন শোর এবং চার্লস কর্নওয়ালিসের অধীনে ছিল এবং এটি প্রায় ১১ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করেছিল।

১৮৩৭ সালের আগ্রার দুর্ভিক্ষ

এই দুর্ভিক্ষের আওতাভুক্ত অঞ্চলগুলি ছিল জুমনা জেলা এবং মধ্য দোয়াবের অঞ্চল। এটি এক বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং ১৮৩৮ সালে শেষ হয়েছিল। এটি জর্জ ইডেনের অধীনে ছিল এবং এটির কারণে

প্রায় ০.৮ মিলিয়ন মারা গিয়েছিল।

১৮৬১ সালের উচ্চ দোয়াবের দুর্ভিক্ষ

এই দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাব, দিল্লি এবং আগ্রা অঞ্চল। পূর্বের মতো, এই দুর্ভিক্ষটি এক বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং ২ মিলিয়ন লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। অঞ্চলটি লর্ড ক্যানিংয়ের অধীনে ছিল।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ১৮৬৬

ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বিহার ও ওড়িশা। এলাকাটি লর্ড জন লরেন্সের অধীনে ছিল এবং প্রায় ১ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের প্রভাব

রোগ ও ক্ষুধার কারণে ক্রমবর্ধমান মৃত্যুহার

দুটি বড় সমস্যা হল অনাহার এবং রোগের সম্মিলিত বিস্তার, যার ফলে মৃত্যু হার বেড়েছে। এর ফলে অপুষ্টিও দেখা দেয় যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে, শরীরকে আরও দুর্বল করে পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে, যার ফলস্বরূপ সংক্রমণের কারণে মৃত্যু ঘটে।

সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাঘাত এবং ব্যাপক সংক্রমণ

সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন এবং ব্যাঘাতের কারণে, স্যানিটেশন এবং পানি নিষ্পত্তির জন্য দুর্বল সুবিধার সাথে প্রচুর স্থানান্তর হচ্ছে। এটি সংক্রামক রোগের বৃদ্ধির সাথে খুব ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র তৈরি করেছে।

নারী ও শিশুদের অভিবাসন

দুর্ভিক্ষের কারণে, পুরুষরা এগিয়ে যেতে এবং সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের জমি বিক্রি করতে শুরু করে। তারা ত্রাণের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে থাকে। এ কারণে নারী ও তাদের শিশুরা গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

শোষণ

দুর্ভিক্ষের সময় নারীদের উপর তীব্র শোষণ চলছিল। যাই হোক, দুর্ভিক্ষের আগে, নিম্ন বর্ণের এবং দরিদ্র লোকদের জন্যও যৌন শোষণ ছিল এবং এমন সময় ছিল যকখন তাদের সামাজিকভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

কাপড়ের দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষের ফলে সৃষ্ট সবচেয়ে গুরুতর অবস্থার মধ্যে একটি ছিল কাপড়ের দুর্ভিক্ষ। দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমগ্র সম্প্রদায়কে শীতকালে নগ্ন বা কাপড়ে মুড়ে রাখা হত। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী ভারতে উৎপাদিত টেক্সটাইল কম দামে কিনেছিল, তা প্যারাসুট, কম্বল, বুট বা ইউনিফর্মই হোক না কেন।

স্বাস্থ্যবিধি মান ব্যাপক পতন

এই দুর্ভিক্ষের ফলে স্যানিটারি অবস্থার অবনতি ঘটে, যা স্বাস্থ্যবিধি মানকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল। কাপড়ের দুর্ভিক্ষের ফলে কাপড়ের অভাব দেখা দেয়। সমস্ত মৃতদেহ জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, পানীয় জলের গুণমান খারাপ হয়েছিল। ব্যাপক অভিবাসনের কারণে খাদ্য প্রস্তুত এবং জীবনযাত্রার একটি মৌলিক মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক পাত্র এবং প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

উপসংহার

ভারত ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি যা ব্রিটিশ শাসনে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। স্থানীয় শিল্পী, কারুশিল্প এবং শিল্প উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কারণ ব্রিটিশরা তাদের দৈনিক রুটি উপার্জনের জন্য ভারতীয় জনসংখ্যাকে কৃষিতে স্থানান্তরিত করেছিল। যত বেশি সংখ্যক মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল, বর্ষার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে ব্যাপক দারিদ্র্য, খরা এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

একটি বিস্মৃত সাহিত্য পত্রিকা 'গম্ভীরা'

রাজকুমার মন্ডল
অধ্যাপক স্যাক্ট, ইতিহাস বিভাগ

বর্তমান উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে মালদহের কলিগ্রামের "গম্ভীরা" পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'উত্তরবঙ্গের অন্যতম' বিশেষণ ব্যবহার করায় অনেকে হয়তো একমত হতে পারছেন না। আসলে সংবাদ ভিত্তিক পত্রিকা কয়েকটিই (যেমন কুসুম, গৃহস্থ, গৌড়বার্তা, আদিনা, ডমরু, মিনার, মালদহ সমাচার ইত্যাদি) মালদহেই প্রকাশিত হয়েছিল এই শতকে (বিংশ শতাব্দী)। আরো পরে জলপাইগুড়িতে প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কিছু সংবাদভিত্তিক পত্রিকা। কিন্তু গম্ভীরার সমতুল্য বা গম্ভীরা ধরনের বিচিত্র স্বাদের পত্রিকা একটিও ছিল না বলা যেতে পারে। গম্ভীরা নাম শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ও মনের মধ্যে ভেসে ওঠে মালদহের গম্ভীরা গান। গম্ভীরা শুধুমাত্র গান নয়, দেবালয় নয়, গম্ভীরা একটি দ্বি-মাসিক সাময়িক পত্রিকা। পত্রিকার নাম গম্ভীরা হলেও এর আলোচনার বিষয় ছিল আঞ্চলিক থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। পত্রিকার উদ্যোক্তাগণ গম্ভীরা নাম গ্রহণ করেছিলেন সম্ভবত মালদহের ঐতিহ্যপূর্ণ এই লোকসঙ্গীতের কথা ভেবে। আসলে তখন আমাদের দেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পুরোদমে সাহিত্যচর্চা চলছে। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - সাহিত্য, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গদর্শন, গৃহস্থ প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সময় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা-সম্মেলন,অনুসন্ধান সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে সাহিত্য অনুশীলন, গবেষণা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান, সাহিত্য সৃষ্টি, স্বদেশ চেতনা ইত্যাদির যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। সেই জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে কীর্তিমানদের পীঠস্থান কলিগ্রামে জন্ম হয় 'গম্ভীরা' নামক এই দ্বি-মাসিক পত্রিকার।

গম্ভীরা পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারী ছিলেন কৃষ্ণচরণ সরকার। গম্ভীরা উৎসবে এবং হরিদাস পালিতের 'আদ্যের গম্ভীরা'-য় অনুপ্রাণিত হয়ে মালদা জেলার তদানীন্তন 'খরবা' থানার বর্ধিষ্ণু কলিগ্রাম থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দে নববর্ষ বা বৈশাখ থেকে দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে 'গম্ভীরা'র শুভ সূচনা করেন স্বনামধন্য বাংলার কৃতি সন্তান শ্রী কৃষ্ণচরণ সরকার। মালদহ জেলার চাঁচলের নিকটে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম কলিগ্রাম। এই কলিগ্রাম ছিল উত্তরবঙ্গের সংস্কৃত ভাষা চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। বহু বিদগ্ধ জন এই কলিগ্রাম সংস্কৃত টোল থেকেই বিদ্যা চর্চা করেছিলেন। পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী কলিগ্রাম স্কুল থেকেই লেখাপড়া

শিখেছিলেন। কলিগ্রামের কিংবদন্তি সংস্কৃত সুপণ্ডিত পুরুষোত্তম গোস্বামী, জ্যোতিষ পন্ডিত ঈসাই লাহিড়ী এবং কাব্য ও ন্যায় শাস্ত্রের পন্ডিত কৃষ্ণরত্ন ও কৃষ্ণকেশব গোস্বামীর নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত ও সুপ্রসারিত। মালদহ জেলা তো বটেই সমগ্র উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত লোকের বাস কলিগ্রামেই। এরূপ গ্রামের সমতুল্য গ্রাম সারা বাংলায় খুব কমই দেখা যায়। কলিগ্রামের আর্থসামাজিক কাঠামোও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বহু বর্ধিষ্ণু জমিদারের বাস ছিল এই গ্রামে। এছাড়াও আছেন বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণচরণ সরকারও ছিলেন একজন জমিদার। কৃষ্ণচরণ সরকার জমিদার হলেও ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। তিনি কলিগ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বেও ছিলেন। দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'গম্ভীরা' তিন বছর (১৯১৪-১৬) প্রকাশিত হয়েছিল। এর সবগুলি সংখ্যা কোন প্রতিষ্ঠানে একত্রে পাওয়া যায় না। কলিগ্রামের প্রাচীন পাঠাগার ভারতী ভবন সাধারণ পাঠাগারে (১৩২০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত) কয়েকটি খন্ড রয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারেও (কলকাতা) সমস্ত সংখ্যা নেই। এই পত্রিকায় কবিতা প্রবন্ধ ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা স্থান পেত। কবিতার সংখ্যার তুলনায় প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এই পত্রিকার দুটি উল্লেখযোগ্য দিকের একটি হলো বিবিধ প্রসঙ্গ বিভাগ এবং অন্যটি হল বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পত্রিকার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলির পুনঃ মুদ্রণের ব্যবস্থা। বিবিধ প্রসঙ্গ বিভাগে আঞ্চলিক থেকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী স্থান পেত। এইসব দিক বিচার করে গম্ভীরা পত্রিকাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সাময়িক পত্রিকা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। গম্ভীরা পত্রিকার উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যও এইরূপই ছিল। তারা পাঠককে যেমন স্থানীয় বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপহার দিতেন, তেমনি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গেও পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। গম্ভীরা পত্রিকায় যারা লিখতেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত ও সুপন্ডিত। অধ্যাপক তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিনয় সরকার, পন্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুলেখক সুরেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী, সুপন্ডিত ও গবেষক হরিদাস পালিত মহাশয়, কুমুদ নাথ লাহিড়ী, বানেশ্বর দাস, রামরঞ্জন লাহিড়ী, রমেশ চন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী - এদের অনেকেই মালদহের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হলেও মালদা জেলার বাইরের বিভিন্ন লেখকের লেখাও স্থান পেত গম্ভীরা পত্রিকায়। তৎকালীন যুগপুরুষদের সহযোগিতা,সকলের মিলিত প্রচেষ্টা, মালদার বৈশিষ্ট্যকে বিশিষ্ট রূপে দেখানোর স্পৃহা, লুপ্ত ও সুপ্ত ইতিহাসের অবগুন্ঠন উন্মোচন, ভূগোলের সাথে জনসংযোগ ঘটানো এবং সর্বোপরি কৃষ্ণচরণ সরকারের সাহিত্য পিপাসু মনের জোর, কর্মনিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা 'গম্ভীরা' পত্রিকাকে খ্যাতির শীর্ষে উঠতে সহায়তা করেছে। গম্ভীরা পত্রিকার উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য ছিল উত্তরবঙ্গের নবীন লেখকদের কলকাতায় তুলে ধরা, উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে কলকাতায় প্রচার করা। অধ্যাপক বিনয় সরকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "গম্ভীরা লক্ষ্য ছিল অজ্ঞাত কুলশীলকে ঠেলে তোলা, অপরিচিতকে পরিচিত করানো, মফঃস্বলকে কলকাতায় জাহির করা। চাষী, মজুর,

পল্লী, নিরক্ষর, কুটির-শিল্প, লোক-সাহিত্য, লোক-নৃত্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করায় পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল।

গম্ভীরাই পরিবেশিত হয়েছে - মালদহ, উত্তরবঙ্গ, অবিভক্ত বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ও বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক। 'গম্ভীরা' এবং গম্ভীরা-র পূর্বসূরী গৃহস্থ পত্রিকার না পড়লে গৌড় মালদার ইতিহাস চর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গম্ভীরা যোগান দেয় আঞ্চলিক ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য। মালদহের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি - লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের নানান অনালোচিত দিক উদ্ভাসিত হয়েছে গম্ভীরায়। মালদা ও বাংলার অনেক কৃতি সন্তানের জীবনের বিভিন্ন দিক, স্থাপত্য ভাস্কর্যের সচিত্র বিবরণ ও বিশ্লেষণ গম্ভীরার পাতায় সমুজ্জ্বল। এই পত্রিকার বিবিধ প্রসঙ্গ ছাড়াও বঙ্গবাণী, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, নানা স্বাদের কবিতা, চিত্র, নানা বিষয়ে ঘোষণা, জাতীয়তাবাদী লেখকদের নানা ধরনের বইয়ের বিজ্ঞাপন 'গম্ভীরা' পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সমস্ত বিষয়গুলো প্রত্যেকটাই বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বইয়ের বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত হয়েছে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রকাশিত জ্ঞানগর্ভ বই এর কথা, যেমন রাধেশ চন্দ্র শেঠ-র 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' পত্রিকার প্রাণপুরুষ কৃষ্ণচরণ সরকারের 'মালদহের গৌড়ীয় কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য' বিনয় কুমার সরকারের 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ', 'শিক্ষা সমালোচনা' ইত্যাদি গ্রন্থ। পত্রিকার একটি ঘোষণায় 'মালদহের ইতিহাস' প্রণয়নে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানানো হয়েছে। পত্রিকায় যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল তা তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে যা আজও নানাবিধ পত্রিকা সৃষ্টিতে উৎসাহ জোগায়।

মৃৎশিল্পের একাল-সেকাল

নিমাই চন্দ্র পাল
বাংলা বিভাগ, স্যাক্ট

বিশ্ববাজারে মৃৎশিল্প প্রাচীন যুগের একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। যে শিল্পকে কেন্দ্র করে মানুষের মনের সুস্থ বৃত্তি-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃৎশিল্প এমন একটি শিল্প - যে শিল্প মাটি, চাক এবং হাতের সাহায্যে কারুকার্যে নির্মিত শিল্প -- যা প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগে প্রভাব বিস্তার করে আছে।

সম্ভবত মৃৎশিল্পের আদি উৎস চীন দেশে। পরবর্তীকালে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে এই শিল্প প্রভাব বিস্তার করে আছে। স্বচ্ছ এঁটেল মাটি মৃৎশিল্পের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন হয় এই শিল্পে এক বিশেষ ধরনের চাক -- যার আদি নাম "কুলাল চাক"। একটি লাঠির সাহায্যে চাকটিকে ঘোরানো হয় তাকে 'চাকলরি' বলা হয়।

সকাল থেকে মৃৎশিল্প বর্তমান যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই শিল্প ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছেছে। প্রথমে হাতের সাহায্যে এঁটেল মাটিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের মাটির জিনিসপত্র তৈরি করা হতো। তারপর চাকের সাহায্যে তৈরি হতো হরেক রকম মাটির সামগ্রী।

কারুকার্যের দিক থেকে সেকালের সঙ্গে একালের বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। সেকালে মাটির পাত্র বলতে হাতের সাহায্যে তৈরি ছোট ছোট পুতুল, ঘট, খুড়া, মালসা ইত্যাদি তৈরি করা হতো। কিন্তু বর্তমান যুগে 'চাক' - এর সাহায্য নেওয়ার পর থেকে এই শিল্পের জীবনে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ক্রমশ হাঁড়ি, কলসি, পাতিল জলের কুঁজো ইত্যাদি তৈরি হতে থাকে।

একবিংশ শতাব্দীর উষা লগ্নে মৃৎশিল্পের ব্যাপক বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। একদিকে 'চাক'-এর সাহায্যে তৈরি হতে থাকে পাতিল, হাঁড়ি, কলসি, থালা, মালসা, গ্লাস অন্যদিকে হাতের সাহায্যে নির্মাণ করা হয় ছোট ছোট পুতুল, বাচ্চাদের হরেকরকম খেলনা, বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি, দেবদেবীর মূর্তি এমনকি যেকোনো ধরনের ফল-মূল, সবজি - এই মাটির কারুকার্যে ফুটিয়ে তোলা হয়।

যে সমস্ত মৃৎশিল্পীদের এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীবন আবর্তিত হয় তাদের জীবন খুব সুখের নয়। সাধারণভাবে তাদের জীবনযাপন করতে হয়।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরনের কাঁচ, স্টিল, প্লাস্টিক, ফাইবারের তৈরি সামগ্রী বাজারে আসায় মৃৎশিল্প প্রায় ধ্বংসাবশেষের পথে। ভারত সরকার যদি এই লুপ্ত প্রায় শিল্পের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না দেয় তাহলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্প বিনাশের পথে এগিয়ে যাবে -- এ কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষের জাতি গঠনে যুবকদের ভূমিকা

পীযূষ মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

"যুব সমাজ জাতির মেরুদন্ড, তাদের হাতেই ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারিত হয়।"

এটি একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, যেকোন দেশের যুবসমাজ একটি বড় সম্পদ। তারা প্রকৃতপক্ষে দেশের ভবিষ্যৎ এবং প্রতিটি স্তরে এটির প্রতিনিধিত্ব করে। জাতি গঠনে তরুণদের ভূমিকা যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ। তরুণদের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সাফল্যের পথে। প্রত্যেক নাগরিকের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, যুবসমাজেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। তারা একটি দেশের বিল্ডিং ব্লক।

ইতিহাস দেখায় যে, পরবর্তী প্রজন্ম সব সময় ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধান করেছে। সময়ের সাথে সাথে সমাজ মানিয়ে নেওয়া এবং পরিবর্তনও অপরিহার্য। তরুণরাই পারে পরিবর্তন সাধন করতে, তাহলে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করতে তোমরা কি ভূমিকা পালন করবে? সমাজের পরিবর্তন আনতে কি কি গুণাবলীর প্রয়োজন? এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্ত ছাত্রদের তার উত্তর জানা উচিত। এ কারণেই জাতি গঠনের তরুণদের ভূমিকা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ যুব শক্তিকে ভারতের ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখতেন এবং তাদেরকে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি যুবকদের শক্তিশালী, স্বাবলম্বী এবং দেশপ্রেমী হতে উৎসাহিত করতেন। তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। আজ তারা আমাদের অংশীদার হতে পারে, আগামীকাল তারা ভালো নেতা হবে এবং সেটি অবশ্যই সমর্থন করা উচিত। যুবকরা খুবই উদ্যমী। তাদের শেখার এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। একইভাবে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি শিখতে এবং

কাজ করতে ইচ্ছুক।

আমাদের যুব সমাজ সমাজে সামাজিক সংস্কার উন্নতি আনতে সাহায্য করে। দেশের যুবসমাজ দ্বারা হয়তো আমরা বেশি কিছু করতে পারি না। তদুপরি লক্ষ্য অর্জনে এবং দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুবকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। একইভাবে আমরা দেখতে পাই যে কোন দেশের উন্নয়নের জন্য কিভাবে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আমরা কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি করতে চাই, তা বিবেচ্য নয়, তা প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে হোক বা ক্রীড়া ক্ষেত্র হোক - সকল ক্ষেত্রেই তরুণদের প্রয়োজন। সেই ভূমিকা সঠিক ভাবে পালনে কিভাবে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে আমাদের গভীর চিন্তনের প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই সমস্ত যুবকদের তাদের শক্তি এবং জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

ভারতে ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যা ৩৫ বছরের কম বয়সী এবং এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ। ভারতীয় যুব সমাজের কতগুলি গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় যেমন, ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হল যুবক। তারা ভারতের ভবিষ্যৎ নেতা, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নেতা হবে। তারা ভারতের সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের ধারক হবে। যুবকরা ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। এছাড়াও যুবকরা ভারতের সমাজে নতুন ধারণা, নতুন উদ্যোগ এবং নতুন শক্তি নিয়ে আসবে।

ভারতবর্ষে জাতি গঠনের যুবকদের ভূমিকা অপরিসীম। জাতি গঠনের যুবকদের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা নতুন ধারণা ও উদ্যোগ নিয়ে আসে, যা জাতির উন্নয়নে অবদান রাখে। তারা নেতৃত্ব ও সহনশীলতা অর্জন করে, সমস্যার সমাধানে দক্ষ হয়, তারা সহনশীলতা অর্জন করে, সামাজিক দায়িত্ব অর্জন করে, রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করে এবং সাংস্কৃতিক ধারণা অর্জন করে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুশিক্ষা যুবকদের সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। জাতি গঠনে দেশের যুবকদের শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন আনার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন শিক্ষার মাধ্যমে যুবকদের সচেতন করা, যুবকদের ক্ষমতার বিকাশ করা। এছাড়াও যুবকদের শিক্ষার মাধ্যমে নেতৃত্ব, দক্ষতা, সমস্যা সমাধান, সহনশীলতা, সম্প্রীতি, সামাজিক দায়িত্ব, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক ধারণা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। এই দক্ষতাগুলি অর্জন করে নিজেদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হবে এবং জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারবে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে "ডিজিটাল ইন্ডিয়া" এবং "মেক ইন ইন্ডিয়া"তে শিক্ষিত যুবকদের ভূমিকা। বর্তমানে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে ভারতের যুবকরা বিশ্বে নানাভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। জাতি গঠনে যুবকদের উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুবকরা নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতির উন্নয়নের অবদান রাখতে পারে। তারা প্রযুক্তির মাধ্যমে

জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

বর্তমান সময়ে যুবকেরা বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে দরিদ্র বেকারত্বের উন্নয়ন নির্যাতন ধর্ষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট কলকাতা আর. জি. কর. মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একজন মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

যুবকদের উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে যুবকদের উদ্ভবনে শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। তাদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। এগুলোর মাধ্যমে তারা জাতির উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এর উদাহরণ হল স্টার্টআপ কালচার (বাইজুস, জো, ওলা, পেটিএম) ইত্যাদি।

পরিবেশ সংরক্ষণে যুবসমাজের উদ্যম যথেষ্ট নেতৃত্ব দিচ্ছে যা খুবই প্রশংসনীয়। যেমন - "Swachh Bharat Mission" এবং "Save the Earth" এর মত প্রকল্পে অংশগ্রহণ। ঐতিহ্য সংস্কৃতি সংরক্ষণের যুব সমাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে যুবকেরা ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভাষাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে। এরপরে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। যেমন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি।

বর্তমানে ভারতবর্ষের জাতীয় গঠনে যুবকদের কতগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেমন - বেকারত্ব অর্থাৎ সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে যুবশক্তি অপচয় হচ্ছে। মাদকাসক্তি এবং সমাজ বিরোধী কাজ এগুলির ফলে যুবকদের একটি অংশ বিপদগামী হয়ে উঠছে। অনেক সময় রাজনৈতিকভাবে যুবকদের অসৎ কাজ করানো হচ্ছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলির আবার কতগুলি সমাধানও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন সঠিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের তৈরি, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম এবং ক্রীড়া, শিল্প এবং প্রযুক্তিতে সুযোগ বাড়ানো। এছাড়াও তরুণদের মূল্যবোধ শেখানো এবং নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের জাতি গঠনে যুবকদের কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা কতগুলি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ লক্ষ্য করতে পারি। সেগুলি হল ভারতে যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ। ডক্টর এ. পি. জে. আবদুল কালাম যিনি যুব সমাজের আদর্শ। ভারতের জাতীয় গঠনের যুবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা নতুন ধারণা, নতুন প্রযুক্তি এবং নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে আধুনিক ভারতবর্ষ গঠন সম্ভব। তাই বলা যায়, "যদি এক যুবক একটি স্বপ্ন দেখে তবে একটি পরিবার পাল্টে যায় যদি একটি দেশ যুব সমাজের সঙ্গে এগিয়ে চলে তবে গোটা বিশ্ব বদলে যেতে পারে।"

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বনাম নিয়ন্ত্রণ

শাহিনা খাতুন
শিক্ষা বিভাগ, সেমিস্টার - ৫

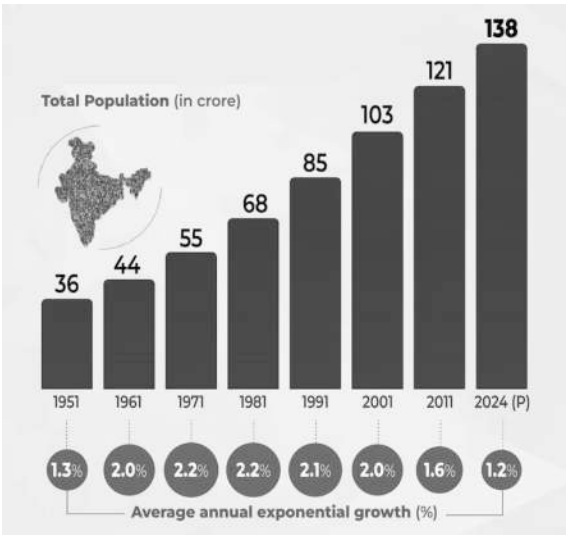

ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ। ভারতে দুই হাজারেরও বেশি জাতি গোষ্ঠীর বসবাস। বিশ্বের প্রতিটি প্রধান ধর্মাবলম্বী মানুষ ভারতে বাস করেন। ১৮৭১ সালে প্রথম ভারতীয় আদমশুমারি থেকে ভারতে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা হল ১১ই নভেম্বর ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১,৪৫৫,৬৮৫,৪৬০, যা জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্যের ইন্টারপোলেশনের ভিত্তিতে। ১ জুলাই ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা ১,৪৫০,৯৩৫,৭৯১ বা ১.৪৫ বিলিয়ন বা ১,৪৫১ মিলিয়ন বা ১৪৫ কোটিতে অনুমান করা হয়েছে ২০২৩ সালের জন্য। ২০২২ সালে চীনকে ছাড়িয়ে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়েছে।

ভারতের দ্রুত হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

উন্নত বা উন্নয়নশীল অনেক দেশগুলি তুলনায় ভারতের জন্মহার বেশি। এই জন্মহার বৃদ্ধির পেছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে। সেগুলি হল যেমন - শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, দরিদ্রতা, কুসংস্কার, ধর্মের প্রভাব, অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ভারতে জন্মহার বেশি।

ভারতের জন্মহার দীর্ঘদিন থেকেই বেশি কিন্তু বিগত কয়েক দশকে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার কল্যাণে মৃত্যুহার যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভৃতি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা, মহামারী, অনাহারে জনিত মৃত্যুর সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। এইভাবে মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র এবং দরিদ্রতা নিবারণের উপায় হল সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি করা -

এরুপ চিন্তাভাবনা ও মানসিকতা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার সামাজিক পরিণতি

অতিরিক্ত জনসংখ্যা নানাভাবে সামাজিক সংস্থা তৈরি করে এবং বিভিন্ন দিক থেকে সমাজের ক্ষতি করে। যখন অনেক লোক এবং কম চাকরি থাকে তখন কেউ কেউ চাকরির লোভে অপরাধ করে থাকে। বিশাল জনসংখ্যা সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে যা আরো অপরাধের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে।

বিপুল সংখ্যক লোক মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করে। জায়গা কম কিন্তু ট্রাফিক এবং কোলাহল বেশি। এগুলি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে।

অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে ভারতে বেকারত্ব, অত্যধিক নির্ভরশীলতা, অপর্যাপ্ত আয়ের হার, নিরাপত্তাহীনতা, চাকরি হারানো, উন্নয়নে ব্যর্থতা এবং সামাজিক সমস্যার মতো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সেগুলি হল- শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা তথা জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র সরকারি প্রচেষ্টা নয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষিত যুবক-যুবতী এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরও এ বিষয়ে এগিয়ে এসে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য নানা নীতি গ্রহণ করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্দেশ্য কৌশল এবং ক্রিয়াকলাপগুলি বিভিন্ন নীতিতে বর্ণিত এবং পরিচালিত হয়, যেমন - NPP - জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০, NHP - জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭ এবং NHM - জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটা বড় কারণ হলো বাল্য ও বহু বিবাহ। ১৮ বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে, মেয়েদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এটি মেয়েদেরকে দারিদ্রতার ফাঁদে ফেলে, তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ন করে।

তাই ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রোধের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সুফিয়া কামাল

দীপিকা মন্ডল
ইতিহাস বিভাগ, সেমেষ্টার - ৫

বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালে ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, লেখিকা এবং নারীবাদী ব্যক্তিত্ব। তিনি পারিবারিক, কুসংস্কার উপেক্ষা না করে এগিয়ে গিয়ে ছিলেন নারীবাদী আন্দোলনে। সেই সময়ে মেয়েদের পড়াশুনা, শিক্ষার বিষয়টি ছিল অবহেলিত। অর্থাৎ, সে সময় বাঙালি মুসলিম নারীদের গৃহবন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে হত। যার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের কাছে উর্দু এবং মাতা সাবেরা খাতুনের কাছে শুদ্ধ বাংলা শিখেন।

তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেন-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হন। তারপর ১৯২৩ সালে সুফিয়া এন হোসেন নামে প্রথম লেখা সৈনিক বন্ধু প্রকাশিত হয়। 'সওগাত' পত্রিকায় ১৯২৬ সালে কবিতা প্রকাশ এবং ১৯৩১ সালে ছবিসহ লেখা প্রকাশ হয়। সে সময়ে লেখালেখি করা একজন মুসলিম নারীর জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। ১৯৩৭ সালে প্রথম গ্রন্থ 'কেয়ারকাঁটা' তার সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতিতে নতুন মাত্রা আনে। ১৯২৯ সালে জোড়াঁসাকোতে রবীন্দ্রনাথের সাথে সুফিয়া কামাল-এর সান্নিধ্য লাভ হয়। কবিগুরু গোরা উপন্যাস উপহার দেন তাকে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাকে বোনের মতো স্নেহ করতেন।

১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কলকাতায় ব্রেবর্ণ কলেজ আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। দেশভাগের পর স্বামীর সাথে ঢাকা চলে আসেন। প্রখ্যাত নারীনেত্রী লীলা রায়, আশালতা সেন প্রমুখের সাথে মিলে সে সময়ের দাঙ্গা বিরোধী শান্তি কমিটির কাজে যোগ দেন। বিভিন্ন কল্যাণমূলক আন্দোলনমুখী কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার পাশে তিনি একজন সফল সংগঠক, শিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নারীদের সচেতন ও সংগঠিত করার কাজে সুফিয়া কামালের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন। ওয়ারী মহিলা সমিতি (১৯৫৪), জাতীয় শিশু বিকাশের সংগঠন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কমিটি (১৯৬০) গঠন করেন। ১৯৭০ সালে তাঁর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবী আদর্শভিত্তিক, আন্দোলনমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মহিলা পরিষদ গঠন করেন। নারী মানুষ হিসেবে প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সে সময়ের সচেতন প্রগতিবাদী ও সংগঠিত ছাত্রী তরুণ এবং সমাজ সচেতন নারীদের নিয়ে গড়ে ওঠা নারী আন্দোলন। তিনি বাংলাদেশে মহিলা পরিষদ গঠনের সভাপতি ছিলেন। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে অনুপ্রেরণা ছিল তাঁর। রাষ্ট্র পরিচালনায় সমঅংশীদারিত্ব নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে আইন সংস্কারের কাজে বাংলাদেশের মহিলা পরিষদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন তিনি। দেশবরেণ্য বিচারপতি ও আইনজ্ঞরা গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন তিনি। স্বৈরাচারী বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের মহিলা পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। এসব কাজে আত্মনিবেদনের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পেয়েছেন সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও রাষ্ট্রীয় সম্মান। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর এই প্রথিতযশা মহিলা পরলোক গমন করেন।

বিলুপ্তির পথে অবহমান বাংলার ঐতিহ্য

শিল্পা সাহা
সংস্কৃত বিভাগ, সেমেষ্টার - ৩

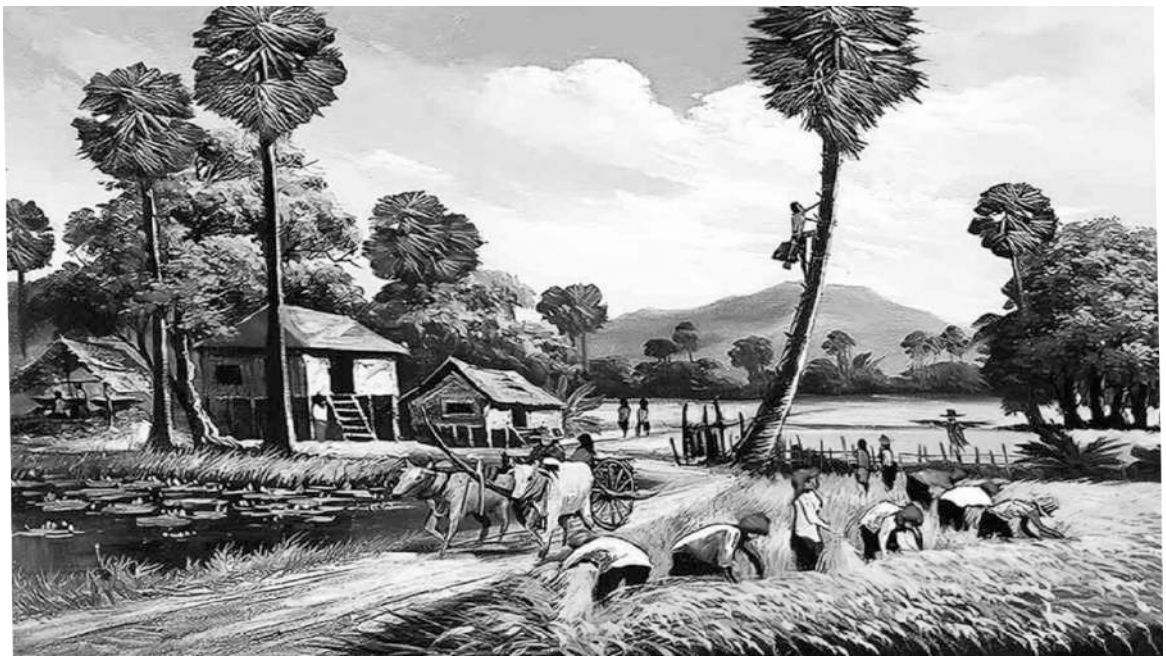

পূর্ব আকাশে যখন সূর্য ওঠে মেঘের আড়াল থেকে, তার রং হয় করঞ্জা রঙিন। নীল আকাশে পাখির উড়াউড়ি আর বাঁশ বাগানের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়া রোদেলা রশ্মি চিনিয়ে দেয় অপূর্ব গ্রামকে। সকালে পাখির কিচিরমিচির শব্দে ঘুম ভাঙ্গে খোকাখুকিদের। সকালে মিষ্টি মৃদু বাতাসে আনন্দের ঢেউ খেলে যায় পুরো শরীর জুড়ে।

সবুজ, শস্য-শ্যামলা আমাদেরই প্রিয় জন্মভূমি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি কোথাও নেই আর। অসংখ্য বৃক্ষ গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদ ও অরণ্যে। মধুকপি কাঁঠাল, পশুর, বট তাদেরই কোনও কোনওটির নাম। এ দেশের প্রকৃতির নদনদী ভরে থাকে স্বচ্ছ জলে। প্রকৃতির আর প্রাণীকুলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি।

তাই হাওয়া যখন প্রাণের চঞ্চল হয়ে ওঠে আর ধানের গন্ধের অস্পষ্ট লক্ষ্মী পেঁচাও মিশে থাকে প্রকৃতির গভীরে। অন্ধকারের বিচিত্র রূপ এই দেশ। নীল সবুজ মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

সবুজ ফসলের ক্ষেতে সোনালী আভা চোখ জুড়ানো আর তপ্ত রোদে গরুর বিশাল পাল নিয়ে রাখালের

ছুটে চলা। গ্রামের সরু পথে ফসল ভর্তি গরুর গাড়ির গড়িয়ে চলা। রূপসী গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্য ও শৈশবের স্মৃতি আর আগের মতো চোখে পড়ে না। দেখা মিলছে না সেই আগের মতো দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে বসেছে রাতের অন্ধকারে ছায়া নামাতে গ্রাম বাংলার অন্যতম ভরসা কেরোসিনের জালানো হ্যারিকেন বা কুপি বাতি। চলচ্চিত্রে জহির রায়হানের উপন্যাস হাজার হাজার বছর ধরে সহ এরকম হাজারো পুরাতন সেই সিনেমাগুলোতে দেখা যায় ডিঙ্গি নৌকায় অন্ধকার রাতে নদীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া হ্যারিকেনের আলোতে নৌকার মাঝিরা। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম "ডাক হরকরা" গল্পের নায়ক একহাতে হ্যারিকেন অন্য হাতে বল্লম নিয়ে রাতের আধারে ছুটে চলেছেন কোন একদিকে।

সন্ধ্যা চারিদিকে ঘনিয়ে এলেই সবার আগে মনে পড়তো সেই ঘরের কোণে রাখা বাহারি ধরনের কুপি ও হ্যারিকেনের কথা। হারিকেনের স্বচ্ছ কাঁচ পরিষ্কার করে কেরোসিন ভরে জ্বালিয়ে দেওয়া হতো প্রতিটি ঘরে ঘরে। গ্রামীণ জনপদে প্রতিটি বাড়িতেই এক বা একাধিক কুপিবাতি বা হ্যারিকেন ছিল মানুষের অন্ধকার নিবারণের একমাত্র অবলম্বন।

অন্ধকার হওয়ার পূর্বেই সবার বাড়িতে শোভা পেত হ্যারিকেনের আলো। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে রাতের যাবতীয় কাজকর্ম চলত এই কুপির আলোতে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বৈদ্যুতিক অথবা ব্যাটারীচালিত লাইটের সুইচে টিপে দেওয়া মাত্রই ঘর ভরে ওঠে আলোয় আলোকিত হয়ে।

এক সময় গ্রামে গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ চোখে পড়তো। যুগোপযোগী বিবর্তনের ফলে গ্রাম এখন হয়ে উঠেছে অপরিকল্পিত নগরায়নের স্থান। গ্রামে গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা। পাল্টে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। সংকুচিত হয়ে আসছে আবাদি জমি, পাল্টে যাচ্ছে গ্রামীণ জনপদ। আর এতে করে পাল্টে যাচ্ছে ছন, মাটি বা টিনের ঘর। নতুন করে সেখানে স্থান নিচ্ছে পাকা দালান বাড়ি। সেখানে নীরবেই চলছে যেন এক নতুন পরিবর্তন।

খেয়াল করলেই মনে হবে বেশ, গ্রামে উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু আবার মনে হবে আমাদের সেই শৈশবের সময়টাই তো ভালো ছিল। উন্নয়ন তো আমরা সকলেই চাই। সেই সাথে চাই গ্রামীণ পরিবেশও। শহরের মতো অপরিকল্পিত নগরায়ন যেন ঢুকে না পরে কোন গ্রামে। কালের বিবর্তনে যেন হারিয়ে না যায় গ্রামের সরল পরিবেশ।

সমাজের পরিবর্তন

মিতালী মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

বর্তমান সমাজে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ পরিবর্তন হয়ে পড়েছে। গ্রাম বাংলার পল্লী প্রকৃতির দৃশ্য আর নেই। ভোরের আলোয় প্রভাতের দৃশ্য, পাখিদের কোলাহল, লাঙ্গল নিয়ে চাষ আবাদের ধান ক্ষেত, বিকেলের মনোরম আবহাওয়া, মধুর সন্ধ্যার দৃশ্য সমস্ত কিছু যেন বিলীন হয়ে পড়েছে। আগেকার দিনে মানুষেরা বিভিন্ন প্রথাকে মানতো। প্রত্যেকের মধ্যে সংস্কৃতির এক ছোঁয়া ছিল। কোন কিছু হলে বই পড়ে ঔষধ দেওয়া হতো এখন তা মেডিসিনে পরিবর্তিত হয়েছে। আগেকার দিনে মায়েরা নদীর ঘাটে যেত সেখানে সবার সাথে একে অপরের আলাপ আলোচনা করতো। ছোট ছোট শিশুরা একে অপরের সাথে খেলাধুলা করতো। এখন সেই দৃশ্যগুলি আর নেই। এখন সমাজ ডিজিটালে পরিবর্তিত হয়েছে। আগে মানুষ খাবার, পোশাক ইত্যাদি না পেলে গাছের উপর ভরসা করে জীবনযাপন করত। সেই মানুষ এখন গাছ কেন, সমস্ত কিছুর ওপর গবেষণা করে সমাজের উন্নতি ঘটিয়েছে। ডিজিটাল যুগে সমস্ত কিছু ডিজিটালে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

সর্বপ্রথম রেডিও ল্যান্ড লাইন ফোনের পরিবর্তে এখন মোবাইল ফোন, ছোট ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির পরিবর্তে বড় স্মার্ট টিভি, হাতে কাপড় কাচার পরিবর্তে ওয়াশিং মেশিন, গ্রীষ্মকালে তাদের পাখার পরিবর্তে এসি কুলার, কলসি করে নদী থেকে জল আনতে যাওয়া আর নেই।

এছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামবাংলার পল্লী প্রকৃতির ছোঁয়া এখন খুব কম পাওয়া যায়। গ্রাম এখন শহরে পরিণত হয়েছে। মায়েদের হাতে যেসব সুস্বাদু রান্না তা এখন খুব কম পাওয়া যায়। ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে খাবার অর্ডার দিয়ে হোম ডেলিভারি করে বাড়িতে পৌঁছে যায়। এছাড়াও বর্তমান সমাজে অধিক প্রচলিত হয়ে আছে মোবাইল ফোন।

এখন মানুষ এখান থেকে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। কিন্তু এর অসুবিধা অনেক। বিভিন্ন গেম যেমন ফ্রি ফায়ার, পাবজির মত হিংস্র ভিডিও গেম খেলে ছোট ছোট শিশুরা নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। এর ফলে শারীরিক ও মানসিক রোগে তারা আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। পরিবার তথা প্রিয়জনদের সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। সমাজ এখন খুব খারাপের পথে এগিয়ে চলেছে। এখন শিক্ষার জগতে আসা সত্ত্বেও ছোট ছোট শিশুর মুখের ভাষা বিকৃত হয়ে পড়েছে। গুরুজনদের তারা সম্মান করে না। ডিজিটাল এডুকেশনের যুগ মানুষের একে অপরের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং এই সমস্ত কিছুকে পুনরায় ঠিক করতে হলে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষার সাথে সাথে কিছু জ্ঞানের কথা বলতে হবে। শিশুদের ছোট থেকে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দেওয়াতে হবে এবং তাদের মোবাইল ফোনের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। গ্রাম এখন শহরে পরিবর্তিত হয়েছে এর ফলে সমস্ত গাছ কেটে বড় বড় শপিং মল, কলকারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। এতে আমরা সবুজ পরিবেশকে হারিয়ে ফেলছি। অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তাই গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে এবং নতুন গাছ লাগাতে হবে। শহরের বর্জ্য পদার্থগুলি নদীতে এসে জমা হচ্ছে। এতে আমাদের মনোরম সুন্দর পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

এখন সমাজের সাথে মানুষেরও পরিবর্তন হয়েছে। তা আগের মত আনতে আমাদের আগেকার দিনে সেই নিয়ম মেনে চলতে হবে। একে অপরকে সম্মান করতে হবে। সমাজের পরিবর্তন হলেও পুনরায় চেষ্টা করলে আবার সেই সুন্দর সমাজ ও পরিবেশ ফিরে পাওয়া যাবে।

What Dreams May Come and Are We Ready for Them?

Dr. Debaditya Mukhopadhyay
Assistant Professor, English Department

"All that we see or seem
Is but a dream within a dream."

- Edgar Allan Poe

In this brief (perhaps a bit too brief for the subject) write-up I will try to draw the attention of my readers to a rather common yet ever mysterious subject: dreaming. No matter whether one takes dreaming seriously or not, one can never ignore its presence in one's life. Yet, are we aware about the importance of these nocturnal journeys of our mind/brain? Are we aware of the possible ways to track these journeys we often make at night? More importantly, are we familiar about the ways we can benefit from a keeping a record of our dreams? The following paragraphs will briefly answer these questions.

Dreams had been a matter of interest for humanity since the very beginning of human race as we know it today. Presence of deities in ancient mythologies across cultures shows how humanity was used to take dreaming seriously. To name a few, Mesopotamian myths mention Mamu and Sisig as deities who control dreaming. The Greeks worshipped Morpheus as the God of Dreams. In Indian mythology we find mention of *Nidra Devi*. The Proto-Germanic word "draugmas", one of the earliest roots of the word "Dream" indicates that dreams were connected with powers beyond our understanding. Whether dreams are indeed supernatural or not is certainly a matter of debate but these references found in mythology and etymology of the word prove that mankind has been intrigued by dreaming since the ancient eras.

Dreaming and its interpretation have been taken up as serious subjects of discussion primarily after the publication of Sigmund Freud's *The Interpretation of Dreams* (1899). Interestingly, Freud was not the very first writer to discuss the subject. Rather, the tradition of

discussing dreams and their meaning in a scholarly manner has been done since what we often refer as classical era. One of the earliest of such texts is a five volume text named *Oneirocritica* by Greek writer Artemidorus Daldianus. Artemidorus wrote his book in 2nd century AD and surprisingly in this Artemidorus mentions multiple books that were written on the subject (unfortunately none of these books mentioned here could be found till date). Aristotle discussed on dreams in his *Parva Naturalia* in detail. Subsequently, renowned scholars like Thomas Hobbes, Denis Diderot, Samuel Taylor Coleridge, etc. discussed on dreaming. Ever since publication of Freud's book dreams and their meaning have occupied a place of significant interest in the academic world and considering the subject's popularity since twentieth century along with the fairly long tradition of writings on dreams since ancient times, it is fair enough to agree about the importance of understanding dreams.

Yet, in the present society where disrupted sleep cycle and sleep deprivation have become alarmingly common we have nearly forgotten the importance of understanding our dreams, that is, the experiences we often have at night. In a research article published in 2019, faculties of medical science have described lack of sleep to be a "pervasive and prominent problem" of the present society. Since dreaming basically occurs during REM phase of sleeping and in order to complete REM cycles prolonged sleep is necessary according to a recent article from sleepfoundation.org, shortened sleep is depriving us from dreaming and causing many damages to our brain including loss of memory.

I propose maintaining of dream diary as a solution as in so doing we will be able to keep a track of how many nights we are getting deprived of dreams. Gathering of such information and a tracking of our health condition on such days followed by nights without dreaming can indicate whether sleeping less is affecting our body functions significantly. Besides, it is important to remember that Freud himself analysed his own dreams in his *The Interpretation of Dreams* and his analysis showed how our dreams can possibly reveal hidden thoughts of our mind. Later C.G.Jung, Lacan, Ernest Hartmann, etc. have offered different ways of looking at our dreams but none of them have ignored the importance of discussing dreams. Question is, are we ready to record and discuss our dreams? I request my readers to think.

Value Crisis and Society

Priyanka Paul
State Aided College Teacher-1, Education Department

Our actions and decisions are influenced by our values that represent the fundamental beliefs and ideals. They have an impact on our priorities, how we behave, and how we interact with people around us. The etymological meaning of value is derived from the Latin word "Valere" that means 'to be strong' and 'to be worth'. Value can also have a philosophical connotation that is closely tied to a perspective or idea. Each person has a distinct nature from birth, and their inner ideas, beliefs, and attitudes, which are shaped by their environment, and that reflect their individuality. So their behaviour is identified by their own values. Therefore, values are the guiding principles that manage our actions. Human behaviour and actions in our day-to-day lives are directed and guided by values. Throughout time, values within a society shift in response to shifting demands and current circumstances. Values are from time to time categorized based on societal requirements and standards. These are personal values, social values, moral values, spiritual values, cultural values, ethical values, behavioural values, instrumental values, intrinsic value, aesthetic values and democratic values. Human life is inseparably linked to human values, and it is impractical to imagine human existence without values. Human values are those notions and motivations that are universal and present in all civilizations, cultures, eras, and locations where people wish to live. Society, or human society, is the set of relations among people, including their social status and roles. The fundamental principles of humanity are: self-control, love, cooperation, wisdom, peace, right behaviour, non-violence, honesty, solidarity, empathy, truth, gratitude, tolerance, generosity, and respect. Our society's structure is probably going to get more complicated in the modern day. Ethical, cultural, and spiritual values have been rapidly eroding over the past few decades, which has hindered the development of both the nation and society. Reports of crime, murder, agitation, immorality, violence, rape, fraud, corruption, self-centred egoism, youth discontent, eve teasing, communal violence, cybercrime, etc. are all too often in newspapers, magazines, and other news outlets these days. Examples of the value crisis in modern society include the rape and murder of a 31-year-old female postgraduate trainee doctor at R. G. Kar Medical College and Hospital in Kolkata, West Bengal, India, and In Bangladesh, a number of unethical acts have occurred since August 2024 after they banished their chief

minister. These incidents represent the value crisis in contemporary society. Despite advances in science and technology, a firm moral view of human life has yet to develop. The aforementioned occurrence illustrates how our humanity and society lack the five fundamental human values of right behaviour, peace, truth, love, and non-violence.

A person's identity, behaviour, and relationships in the workplace and in society are shaped by their social and professional values. Professional values offer a structure for moral and productive behaviour in a work setting, whereas social values direct our actions as community members. Core professional values are Responsibility, Honesty, Accountability, Adaptability, Commitment, Self-motivation, Team work, Collaboration, Passion etc. but the values are abolish at workplace gradually. Such as, a co-worker may believe that certain shortcuts may be taken to complete the task, while another person may desire to carefully follow the rules. Conflict can erupt from the pressure and tension of this deviation.

Today, our society is experiencing a severe crisis of values, and as a result, many unacceptable events have occurred. The issue now becomes: what is the cure for all of these problems?

So, it is imperative that children receive a life-values-based education in order to develop into decent human beings. The core purposes of education is to development of an all-round and well balanced personality of students. According to eminent Indian educational thinker Swami Vivekananda, "Education is not the amount of information that is put in your brain and runt riots there, we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, and the intellect is expanded by which one can stand on one's own feet". Value education promotes empathy, respect, and a feeling of belonging in society.

It assists individuals with realizing the value of equality, fairness, and tolerance. Promoting moral values like honesty and nonviolence can possibly reduce crime and foster peaceful collaboration. Through education, people can learn to accept variety and cooperate for the common benefit. Value education improves professional decision-making, accountability, and ethics in the workplace. By handling problems like corruption and exploitation, professionals who are driven by high values help society advance. Value education can help societies develop ethical professionals and responsible citizens by integrating into the curriculum from a young age. Yet we know that implementing values-based education strategies is a challenge for teachers, parents and society as a whole. Lastly we may conclude "Try not to be a man of success but rather try to be a man of value" By Albert Einstein.

Country of Diversity

Lipika Mandal
English Deptt., Semester - 5

India is the greater part of South Asia. Most of the people know how the land is. India has twenty eight states and eight union territories, which has been influenced by the history. The nation is urbanised by the Indus Civilization during the period of 2000-2600 BCE. Moreover, many other civilizations are impacted by the nation. Many other countries came and affected India like British, Portuguese, French etc. After a long period, India got freedom. India has many types of religion and culture. Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity and Hinduism are followed in India. On the other hand, India has a rich tradition of music, theatre, dance, folk traditions, painting, astronomy, literature etc.

Many Indians live together who are from

different religions. India has celebrated many festivals like Basant Panchami, Navratri, Diwali, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Baisakhi, Chhath Puja, Bihu, Ugadi, Carnival, Sigmo. On the other hand, India is blessed with several lenders. Most of the software companies have offices situated now in India. Indian culture and tradition are increasing in other countries. Around the world there are many people who enjoy Indian festivals.

Besides that, different types of season are seen in India which play an important role in Indian agriculture. In this country, many languages are used. So India is recognised as a country of diverse cultures. There are tourist spots in India. That is Kolkata called 'City of Joy', Jodhpur called 'Blue City', Hyderabad called 'City of Pearls'. Most of the women's like Indira Gandhi, Sarojini Naidu, Kalpana Chawla Kiran Bedi successful in their life. The Nobel Prize winner Rabindranath Tagore, who was a poet laureate, Amartya Sen, who was a great philosopher, author and economist. Besides that, Satyajit Ray who was a great film director. The history of sports in India is a proud one. The games are - Chess, Kabaddi, Kho-Kho, Cricket, Football, Air rifle etc. Indian are passionate specially for cricket.

India has great epics Mahabharata and Ramayana which represent Hindu Epics and the other one Qurans represents the Muslims. Here is a major number of important rivers. That is - Ganga, Mahandi Godavari, Krishna, Kaveri, Brahmaputra, Narmada, Tapti, Luni etc.

In one word it is a country of diversity. There is so much variety in every field of Indian history, geography and culture, that it cannot be summed up in a few sentences or ideas.

Social Media

Isha Mahara
English Deptartment, Semestar - 3

Social media is playing a vital role in our daily life. It can help people connect with others from all over the world. It can help people to stay informed about current events. Social media can help people to learn new things. One of the key advantages of social media is its ability to connect people from different parts of the world. It helps individuals stay in touch with friends and family, regardless of geographical distance. Social media also provides a platform for people to meet new friends and interact with others who share similar interests. This ability to connect with others helps to create a sense of community and belonging.

Social media refers to websites and apps that allow users to share contents and communication details with others through online. Some of the most popular social media platforms include Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat etc. this platform to share their thoughts, images and videos with global audiences.

Social media has a positive impact on our daily life. During the recent COVID -19 pandemic education was one of the worst affected activities. Thanks to social media

which played a vital role in providing education to millions of students through online classes who would otherwise have been deprived of it. Interestingly the educational role of social media is not only limited to academic education but also is very broad and includes dimensions like enhancing awareness regarding various topics, including current affairs politics environment etc.

Today social media plays crucial role in connecting families, friends and relatives living in far away places. People can connect instantly by using a digital app anytime from anywhere with an Internet connection.

Social media has a negative impact on our daily life. Like every other thing in this world, social media also has some negative aspects. It has become the primary source for spreading fake news and misinformation. Its deep reach in society makes things even worse. News through social media spreads like wildfire and has the potential to disturb social harmony and compromise national security as well.

Trolling on social media is another negative side of it. Anything on social media goes final in no time, which may result in the content and related individuals being subject to constant bullying and trolling practices.

Social media can be a great tool for social change, provided the associated challenges are dealt with effectively. Parhaps there is an urgent need to fix accountability and reasonable restrictions on the right to speech. Both these, clubbed with a sound regulatory framework and an aware social media user, will not only ensure the moderation of all associated challenges but it also open the full potential of social media for the betterment of individual society and the nation.

RAJAR ASUKH

Sukumar Roy

Translated by - Sania Aktar

There was a king. He had a heavy disease. Doctors, butchers, magistrate, physician - all come in groups and return in groups. No one can tell what the disease is not it can be cured. How to be cure? The disease is not real anymore. Rajamashai only says, "Vari Asukh", but no one can find where the illness is. Many kinds of medicine Rajamashai tried, nothing happened.

Ice was applied to the head, stomach was fomented, but there was no end to the illness.

Then Rajamashai got angry. He said - 'Take away this rubbish, and take away all their articles and burn them."

And so the doctors left. No one even goes to the kings house out of fear. Then everyone thought, So, in the end will Rajamashai die without treatment?

At sch time, a monk came from somewhere and said - 'I know how to cure the disease, but it is very tough. Can you do it all?

Minister, commander, pot-ally all said - 'Why can't? of course we can. If we have to give our life, we will give!'

Then the monk said - 'First find a person who has no thoughts in his mind, who has a smile in his face, who is happy at ll times, in all situations.'

Everyone said - 'Then?'

The monk said - 'Then if Rajamashai wears that person's cloths for a day, and sleeps on that person's bed for one night, then everything will be healed.'

Everyone heard and said - ;This is a wonderful thing.'

The news quickly reached Rajamashai. He heard and said - 'Hey, to have this easy way, what was everyone doing together for so long? It did not occur to anyone? Go, find the smiling man's clothes and mattress, now.

People ran around a statewide search ensued. But the man was no longer found! whoever goes, comes back and says, 'Whoever has no sorrows, no thought, always smiling, always in a happy mood, where, such a person is not seen. Everyone says the same.

Then Minister angrily said - 'Do they do any work? These fools don't even know how to find out.' Saying this, he himself went out to find out the unknown person.

In front of a large building near the market, he sw a lot of people gathering and an old Sethji smilingly giving them rice, money and clothes.

Minister thought, wow, this man looks very cheerful, I see he has a lots of money. So, what's his sorrow, thought about?'

Let's seek a dress and mattress from him.
Minister thinking, at this moment a beggar leaving without saluting Sethji with his alms!' And who sees Sethji's anger! He abused the beggar, beaten him with boot, took his alms and chased him away. Seeing the matter, Minister shook his head and moved away from there.
Then at a place by the river, he saw a man, singing various songs of laughter, and hearing that, the people around were laughing.
Minister did not know that people could make such laughing postures. He became restless after hearing the man's song and seeing his drama, he thought, if there is such a sweet man, all my people go back disappointed! He asked a man nearby - 'Who is this man?' He said - 'He is Gobra drunk. Now you see how he is in a good mood, but in the evening he begins to get fainted, starts screaming and deprecating. All people from his locality feel threatened by his fear.,
After hearing this, Minister became serious and went again in search of that man. After searching al day, Minister returned home in the evening, but the man was not found anywhere.
Thus day after day he searched and returned home disappointed. His enthusiasm was about to run out, when he suddenly met a crazy old man, beneath a tree. The man's head is full of hair, his face is ful of beard. the whole body is like a dry rope.
Minister asked - 'Why are you smiling so much? He said - 'Don't laugh? the world is spinning, the leaves are moving, the grass is growing in the field, the sun is rising, it's raining, birds are sitting in the trees and flying away. Seeing these and laughing!'
Minister said - 'I understand, but if you sit and laugh like this then how the days will pass. Don't you have any other work?
Begger said - Why not? I go to the river in the morning, take a bath there, watch the drama of people coming and going and sit beneath the tree again. Then when I get food I eat and when I don't get food I don't eat. I travel when I want to travel, I sleep when I feel sleepy. There is no tension, no fuss. Great fun?
Minister scratched his head and said - 'What do you do on the day you can't eat?' Beggar said - 'There is no worry that day! I sit quietly and watch these dramas. Rather on the day of eating there is more commotion. Molding rice, swallow it, put it in mouth, chew it, the drink water, then wipe up hands and mouth? What a trunk!
Minister realizes that the right person have been found so far. He said - 'Can you give me half of your cloth? Whatever price you want for it. I am ready to pay.'
Hearing this, the man started laughing and said - 'Again my cloths. A few days ago a man gave me a shawl and I gave it to a beggar. I never borrow cloths!
Minister said - 'Then it's very difficult! hardly a man is found, but he has no cloths. Well can you give me your mattress of your bed? Tell me how much you want, we are giving money.
This time beggar fell on the ground

laughingly. This laughter never stops. He laughed for a long time then said - 'It's been forty years I have not seen a bed, then what's mattress?'

Minister said with wide eyes - 'You don't put on clothes, keep blankets and bed with you, don't you get sick?'

Beggar said - 'What is illness? I don't believe in getting sick. Those who only think illness only make them ill.'

Saying this beggar again leaned against the tree and started laughing very hard.

Minister returned home disappointed. The news went to the king. The king sent for the minister, heard everything from him, sent the minister away. Everyone sat down to think, what will be the way now? There was no treatment, a way that was found with much difficulty, it also went wrong!

Everyone sits and looks at each other's faces, sighs and says - 'No, I don't see any way to save it.'

Meanwhile Rajamashai thinking - 'I live as a king, I eat good things, there is no lack of anything. People are always taking care of me. I am sick! And that unfortunate beggar, who has no cloths, no food, no blankets lies under the tree, eats whatever he gets - he says sickness and disease mean nothing. Even as a beggar he could drive away the disease and being a king I can't?'

The nest day, the king woke up and called all his friends and family and said - 'All the God-damned chiefs, sit down in the meeting! None of you could do anything, now look I have cured my illness myself. I will sit again in the meeting from today, and I will cut-off the head of the one who ever make noise.

জীবন যুদ্ধ

রণজিৎ মন্ডল
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সেমিস্টার - ৫

প্রখর তাপ - পথ ছায়াহীন
জীবনের যুদ্ধ - স্বপ্ন রঙিন
জীবন যুদ্ধে চলছি প্রতিদিন
ছায়াহীন পথে প্রতিনিয়ত যায় একা হেঁটে।
সেই ছায়াহীন পথ আমার ভীষণ পরিচিত বটে।
না মানে কাঠিন্যতা না মানে প্রখর তাপ
তবুও এগোতে চাই জীবনের আবেগে
বারবার ভেঙে পরি তবুও উঠতে হয়।
জীবন যুদ্ধে তাও এগোতে হয়
উঠবো উজ্জ্বল প্রখর আলোর মতো
না হয় নিভে যাব ঘুম ভাঙার স্বপ্নের মত।
জানিনা কোনখানে কখন পাবো সফলতা
তখন সাক্ষী হবে আমার প্রখর
সূর্যের তাপের প্রখরতা।

পাঠশালার পরিচয়

সারমিন খাতুন
বাংলা বিভাগ, সেমিস্টার ১

আমি যখন পাঠশালা যাই
তখন কেউ কারো নয়।
আস্তে আস্তে হল
আমার একটি পরিচয়।
পাড়ার সকল ছেলে
মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর
পাঠশালা যায়।
সপ্তাহের শেষের দিনে
পাই একটি দিন
সেদিন আমাদের
কি আনন্দের দিন
পরের দিন পাঠশালা যাই
মাস্টারমশাই বলেন সামনে পরীক্ষা
মাথায় হাত রেখে বললাম
বাপরে কি চিন্তা।
অ্যানুয়ালের রেজাল্ট হাতে নিয়ে
বাড়ি ফিরল ছেলে
মা বললো কোন বিষয়ে
কত নাম্বার পেলে।

আমার ভারত

সোহার বানু
ইংরেজি বিভাগ, সেমেস্টার - ১

পৃথিবীর সপ্তম দেশে আমি থাকি।
দেশকে নিয়েই আমার গর্ব বেশ
দেশকে আমি ভারতবর্ষ বলেই ডাকি
এই মাটিতে ফুরায় আমার দুঃখ ক্লেশ।
ভারত আমার পবিত্র জন্মভূমি
বৈচিত্র্যময় আমার এই দেশ!
ভারতকে ঐতিহ্যময় হিসেবেই চিনি
এই দেশেতে আছি আমি বেশ।
মায়ের রূপী দেশকে আমি
প্রতিষ্ঠিত করব বিশ্ব দরবারে
দেশকে নিয়েই আমার পাগলামি
যেখানেই থাকি আমার ভালবাসা
শুধুই দেশকে নিয়ে।

প্রিয় শিক্ষক

সাফিয়া খাতুন
শিক্ষা বিভাগ, সেমেস্টার - ১

প্রিয় শিক্ষক ও শিক্ষিকা
আপনার স্নেহের পরিপূর্ণ হয়েছে
আমার শৈশব,
আপনার শিক্ষায় আলোকিত হয়েছে
আমার ভবিষ্যৎ।
কখনো আপনি ছিলেন পথপ্রদর্শক,
কখনো বন্ধু, কখনো অভিভাবক।
শিক্ষা শুধু বইয়ের পাতা নয়,
আপনার বলা গল্প লুকিয়ে আছে,
আমার জীবনের সমস্ত পাঠে।
আপনার অনুপ্রেরণায় বদলেছে
আমার দিগন্ত,
আপনার ধৈর্য, আপনার সহানুভূতি,
আমার জীবনের অমূল্য রত্ন।
শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয়না ক্লাসরুমে,
আপনার শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে,
আমার জীবনের প্রতিটি কোণে কোণে।
আপনার জন্য রইল আমার
এই শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা।

অহিংসার প্রতিজ্ঞা

জয়দেব ঝা
ইংরেজি বিভাগ, সেমেস্টার - ১

সকলে এসো একটা প্রতিজ্ঞা করি,
যে আমরা একসাথে কাজ করি।
কেউ আলাদা না হয়,
সর্বদা একসাথে রয়।
একটা কাজ করি দশজনে,
দশদিনে করি কাজ শুদ্ধ মনে।
এস জোটবদ্ধ হতে শিখি
একে অপরের হাতে হাত রাখি
সকলে করব অসাধ্য সাধন,
বাধবো সকলকে একই সূত্রের বাঁধন।
কেউ করবো না দ্বন্দ্ব,
হিংসার আগমন করবো বন্ধ
রাখবো না মনে কোন দ্বিধা
কখনো করবো না হিংসার চরম স্পর্ধা।
চলো শিখি সকলকে ভালবাসতে,
জানতে হবে সকলকে আপন করে নিতে।
প্রেম থাকবে মনে সীমাহীন সাগরের মতন
সকলকে মানুষের নিতে হবে যতন
দরিদ্রদের করবো না অবহেলা
তাহার করতে হবে সাহায্য তিন বেলা।
চলো এই প্রতিজ্ঞা সকলে মানি,
আর আমরা হিংসা না জানি।

শুধু তোমায় চাই

রাহুল সাহা
ইংরেজি বিভাগ, সেমেস্টার - ১

তোমার চোখে চোখ রাখি,
হারিয়ে যাই স্বপনের পথে,
তোমার হাসিতে বাঁধি মন,
প্রেমের যেন সুর ঝরে তাতে।
তুমি আছো আমাদের হৃদয়ের গহীনে,
সুখের ছোঁয়া তুমি দাও,
তোমার ছায়ায় বাঁচতে চাই,
এ জীবনের সমস্ত মায়া পাও।
তোমার হাতে হাত রেখে
স্বপ্নের নৌকায় ভাসি,
তুমি ছাড়া যেন এ জীবন শুধু
মরুভূমির তৃষ্ণার কাসি।
প্রতিটি নিঃশ্বাসে তোমার
নামের মধুর গন্ধ পাই।
তুমি আছো এই প্রাণের প্রতিটি ধ্বনিতে
শুধু তোমায় চাই।

শহীদ

শুভেন্দু রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সেমিস্টার - ১

একজন ছেলে স্বপ্ন যার, সে হবে
ভারত মাতার পাহারাদার।
করলো সে ভীষণ পরিশ্রম আর হলো
সে সেই পাহারাদার।
গেল প্রথমে সে দেশ রক্ষায়
নিজেকে নিযুক্ত করতে
চলে গেল দিন, চলে গেল মাস,
অবশেষে চলে গেল বছর।
মা বলে, তুই কি আসবি না খোকা?
সে বলল, মা, তুমি আমার জন্মদাত্রী মা।
কিন্তু আমার যে আরেকটা মা আছে
সেটা হলো আমাদের প্রিয় ভারত মা।
আমি যদি তোমার কাছে চলে আসি তাহলে,
আমার প্রাণপ্রিয় দেশমাতার সেবা করবে কে ?
আমি যদি না থাকি তবে
আমার ১৪০ কোটি ভাই বোনের
রক্ষা করবে কে ?
না মা তুমি কেঁদোনা, আমি আসবো।
প্রথমে দেশমাতার সেবা করি,
তারপর তোমার কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো।
আমি আসবো, মা, আমি আসবো।
এই বলে সেই দেশরক্ষক ফোনটি রাখল।
তারপর, তারপর
তারপর সে শুনলো এক প্রবল বিকট শব্দ।
ফাটছে বোমা, চলছে গুলি -
চারিদিকে শুধু আগুন।
তারপর সে নামলো রণক্ষেত্রে,
হাতে তার অস্ত্র নিয়ে ।
মারল গুলি, মারলো শত্রু একের পর এক।
কিন্তু অবশেষে হল এক সর্বনাশ।
হঠাৎ এসে লাগল গুলি
সেই বীরের বুকের উপর।
নদীর মতো প্রবল স্রোতে
বের হল তার রক্ত।
পড়লো সে মাটিতে,
চোখের তার অশ্রুধারা
সেই অশ্রুভরা চোখে
সে বুজলো চোখ।
এই ছিল তার শেষ কথা,
জয় হিন্দ আমি হলাম শহীদ।

আমার স্বপ্ন

মানসি মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

স্বপ্ন আমার অনেক বড়
আকাশ মাটির মতো
পড়ালেখা শিখে হবো
শিক্ষার্থীদের মতো।
ভালো কাজে থাকবো আমি
ফুলের মত হবো
কেউ না যেন বলে আমায়
দুষ্টু মেয়ের মতো।
পড়ালেখা শিখে আমি
অনেক বড়ো হবো।
সুখে দুখে সবার সাথে
মিলেমিশে রবো।
সবার আদর স্নেহ নিয়ে
আমি বড়ো হবো
স্বপ্ন আমার শিক্ষার আলো
জীবন গড়ে নেবো।

দুর্গোৎসব

ইশা মহলদার
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

সবার প্রিয় দুর্গোৎসব
শরৎ ঋতুর সেরা।
নীল আকাশ, সাদা কাশ,
সাদা বলাকা,
উড়ছে গগনে আজ
মায়ের বিজয় পতাকা।
মা আসছে সিংহ চড়ে,
কুমার কার্তিক ময়ূরে উড়ে,
গনেশ লক্ষী ইদুর পেঁচায়,
দেবী সরস্বতী হংস পিঠে।
মানুষ নাচে ঢাকের তালে
অসুর নিধন মায়ের বলে।
আকাশ বাতাস পুজোর গন্ধে
মানুষ মাতে মিলন রংগে।

মোবাইল

প্রসেনজিৎ মন্ডল
ইংরেজি বিভাগ, সেমিস্টার - ১

মোবাইল, মোবাইল, মোবাইল
ভাই বোন দাদা দিদি
সবার হাতে মোবাইল।
লেখালেখি ডট ইন ডট ইন
সবাই করে কাটিং সেটিং
ছেলে মেয়েকে বলে ওগো
তুমি আমি করব ডেটিং।
সবাই করে লাইক, কমেন্ট
আমি করি শেয়ার
দিদি বলে আমি করি
সবার সাথে পেয়ার।
বিকেলবেলা মোবাইলেতে
করি অনেক খেলা
সন্ধ্যা হলেই মোবাইলেতে
বসে বন্ধুর মেলা।

মা বললো সন্ধ্যা হল
পড়তে বসো তুমি
এখনই মোবাইলেতে,
স্ট্যাটাস দিব আমি।
বাবা বলল মোবাইলেতে
হয়ে আছো অন্ধ,
তাই আজ থেকে তোমার
খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।
খাওয়া দাওয়া লাগবে না
ফোনটা দাও আমায়
এখন আমি এই কথাটা
স্ট্যাটাসে তে জানাই
মা-বাবা নানা-নানি
সবাই হলো কুৎসিত
এইখানেতে বলে যাই
নামটা আমার প্রসেনজিৎ।

নারী

তৃপ্তি মণ্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ১

মানুষ কেন বলে মোদের
নারীর নিজস্ব নাই কিছু,
আমি তো দেখি জগত চলে
নারীর পিছু পিছু ।
বাপের ঘরের লক্ষী আমি
স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা
ছেলের ঘরে জননী আমি
আমি ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণা।
আমার থেকে আপন করতে
আর কি কেউ পারে ?
ভারত মাতা সেও নারী
নারী জগদ্ধাত্রী।
নারী হলো এই জগতের
সবার জন্মদাত্রী।
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই
পুরুষকে বড় করে,
জেনে রেখো সবাই পুরুষকেই
নারী গর্ভে ধারণ করে ।
মহাকাল আমার পদতলে
শায়িত চিরকাল ।
আমি ছাড়া এই জগত সংসার
সবই হবে অচল ।।

বাস্তব

শুভদীপ মণ্ডল
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সেমিস্টার - ৫

আমি শুধু হারিয়ে থাকতে চাই
কল্পনার জগতে,
জীবনটা অনেক কঠিন এই
বাস্তবতার জগতে।
যা চাই তা পাই এই কল্পনায়,
সবকিছুর সৌন্দর্য বেড়ে যায় এই মায়ায়।
যতটা সহজ এই কল্পনার জগত,
ততটাই জটিল এই বাস্তবতার জগত।
এই জগতে আমি শুধু নই একা,
সবাই চাই এই কল্পনার দেখা।
বাস্তবতা যায় না কখনো ফেলা,
বাস্তবতা নয় কোন খেলা।
বাস্তবতায় জীবন কাটবে
বাস্তবকেই মেনে নিতে হবে।
কল্পনায় শুধু দিন কাটবে।
তবুও কল্পনায় যে হারিয়ে থাকতে চাইবে।
যে নিষ্কর্ম হয়েছে সে কল্পনায় ফেঁসেছে,
যে বাস্তবকে চিনেছে সে জগৎ জিতেছে।
কল্পনা অনেক.... রঙিন,
বাস্তবতা তার দ্বিগুণ কঠিন।

নারী

জবা মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

আমার চোখে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর,
বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ বেদনা অশ্রু বারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগিনী ও বন্ধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রঙে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাথা দিল হৃদয় উপরি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা।
কোন কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষী নারী।
সে যুগ হয়েছে বাসি,যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো,
নারীরা ছিল দাসী। বেদনার যুগ,
মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেউ রইবে না বন্দি কাহারো, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে পর যুগে
আপনারই রবে ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই পীড়ন করিলে
সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

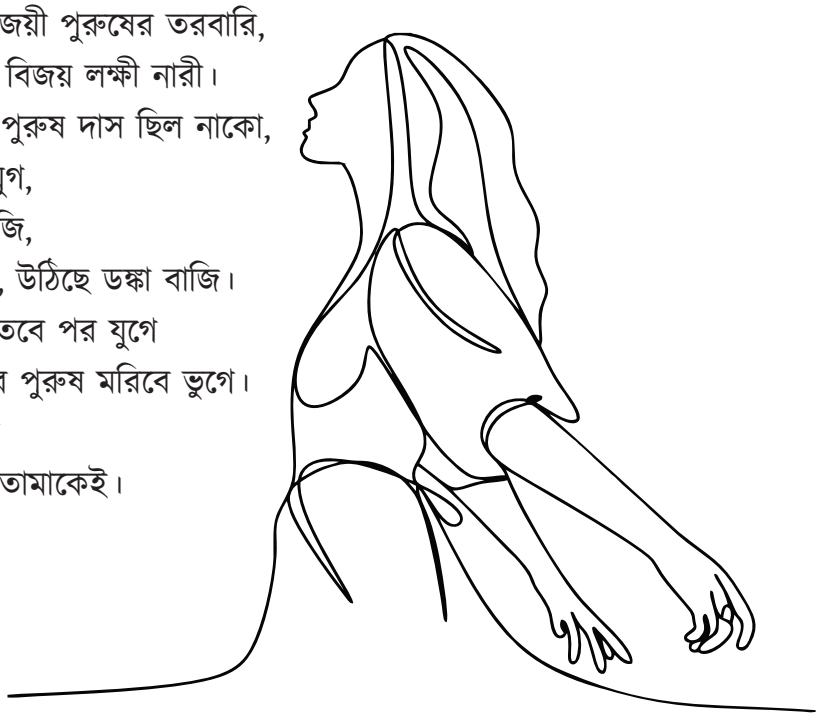

ত্রাণ

প্রিয়তোষ প্রামাণিক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সেমিস্টার - ৫

ত্রাণ ত্রান ত্রাণ
হিন্দু মুসলমান
তাই মানুষ বাঁচার জন্য
ছাদে বেঁধেছে টান
কেউবা করে দান
ত্রাণের ফলে গরিব মানুষের
বাঁচে প্রাণ।
কেউ হাসছে কেউবা কাঁদছে।
তাই মানুষ সহায়তা পাওয়ার জন্য
মানিকচক ব্লকে যান।
ভূতনিতে হয়েছে বান
সকালে ডিঙ্গিতে বাজার করতে যান ।
বাজারে দেখলাম অনেকগুলো পান,
তাই বাড়ির বাইরে ঘুরতে যাওয়ার জন্য
মন করছে আনচান।

প্রেয়সি দর্শন

ইশা মাহালদার
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

কাটে নাহি দিবস, কাটে নাহি রজনী।
বলে দাও হে প্রভু, কবে হেরিবো
মুখশ্রী সজনীর ?
চাতকের বাড়ি যাচনা সম মম প্রাণ,
আমারে এ নয়ন ব্যাকুল দৃষ্টি
করো হে দান।
নাহি জানি কোন শুভক্ষণে পাবো
প্রেয়সির দর্শন।
ঘুচায়ে দাও মোর কালরাত্রি,
প্রভাত সূর্যের হোক আগমন।

আকাঙ্ক্ষা

দীপিকা মন্ডল
ইংরেজি বিভাগ, সেমিস্টার - ১

গল্পটা অন্যরকম হতে পারত,
রাতের আঁধারে সাজানো
স্বপ্নের মত হলেও পারতো।
তবে পাওয়া না পাওয়ার এই জীবনে
ভালো, হৃদয় কে শক্ত করে
গড়ে তোলা হতো না।
আজ তুমি অন্য পথের মালিক,
আর আমি,
সেই কাজল টানা চোখে দুপুর রোদ্দুরে
একই রাস্তায় বার বার ছুটে যাই।
হায়রে অপেক্ষা।
সময়টা চলে যাচ্ছে নিজ গতিতে,
আর তুমিও গেলে নিজে সেথা ইচ্ছায়
হ্যাঁ, আমি আজও সেই পথে যাই,
প্রথম তোমার চোখে
চোখ মেলে ছিল আমার।
আমি আজও তোমার অপেক্ষায়।
সত্যিই,
গল্পটা অন্যরকম হলেও পারতো,
আঁধারে সাজানো স্বপ্ন
ত্যাগ করেছি নিজ ইচ্ছায়,
মোর জীবনে একাকিত্বের আগমন ঘটালে
তুমি নিজ ইচ্ছায়।
বদলে গেছে সবাই সময়ের সাথে চারিপাশ
আর তোমার সাথে আমি।
আর যেমনটা আছে,
রাগ অভিমান আকাঙ্ক্ষা হতাশা।
আজ ডায়েরির পাতায় ছন্দে সাজুক,
গল্পে লুকানো অগণিত অভিমান।
অল্প হলেও সত্যি, আমি
আজও তোমার অপেক্ষায়।
জীবনটা রূপকথার সাজানো
স্বপ্নের মতো হলেও পারতো।
কাছের মানুষ আজীবন বিশ্বস্ত হয়েও
বাঁচতে পারতো।
মুখোশের আড়ালে না ঢুকলেও পারতো।
কেমন যেন রংহীন জীবন,
আঁধারে লুকানো চোখের জল
অজানাই রয়ে গেল।
বুঝলো না কেউ, বুঝলো না তুমি
শত হাজার চেষ্টাতেও।
সত্যিই গল্পটা অন্যরকম
হলেও পারতো।

ফিরে এসো মা

রবি মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ, সেমিস্টার - ১

মাগো, সবাই শুধু আগলে বাধার প্রতিশ্রুতি দেয়
কিন্তু ক'জন পারে তোমার মতন তুমি তা বলো।
দূরে কভু যাওনি আমায় ছেড়ে
তবুও কেন তোমার অভিমানী মুখটি মনে পড়ে।
তোমার গালমন্দ সইতাম না মোটে-
আজ নিশ্চুপতার মাঝে তাই খুঁজে ফিরি বারে বারে,
বসে আছি অধীর আগ্রহ জুড়ে,
আবার তোমার নিমন্ত্রনে আশায়,
তোমায় একটুখানি জড়িয়ে ধরার আশায়।

ভুতনির বন্যা

প্রিয়া দাস
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

বস্তার বাঁধ ভেঙে জল এলো
ভেসে গেল সব বাড়িঘর,
চাষের সব ক্ষেত হলো এক গলা জল।
পাট সব ডুবে গেল জলে
চাষিরা সব হাহাকার করে।
ভুতনির মানুষ সকল নীরব হয়ে
বসে আছে ভাই,
বন্যার জল কবে যাবে
এই ভেবে চিন্তায় দিন যায়।
গ্যাসের উনুন ছাদে নিয়ে
রান্না করতে হয়।
দুঃসময়ে সকলে চিনতে পারে
কে বা আপন পর।
বানে বন্দি মানব সমাজ
সুখের আভাস নাই,
ভাসিয়ে নিয়ে গেল সুখ-শান্তি
সর্বনাশা বান হায়।

পরিবেশ আমাদের মা

অচিন্ত্য মন্ডল
ইতিহাস বিভাগ, সেমিস্টার - ১

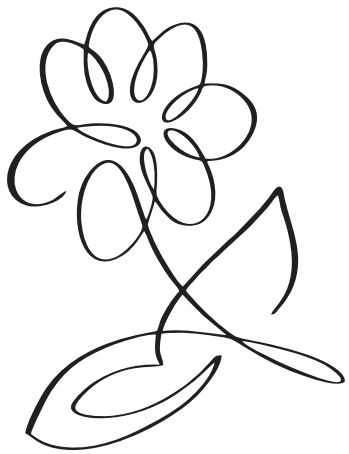

একটি বার ভেবে দেখো তো সত্যি কি আমরা শিক্ষিত?
বৃক্ষ ছেদন করতে দেখি, প্রতিরোধ করতে পারি না তো।
গাছ আমাদের প্রকৃত বন্ধু, সেটা আমরা সবাই জানি
পরিবেশ আমাদের মা, মাকে তো রক্ষা করতেই পারি।
ওহে মানুষজন এবার তো সজাগ হও
শিক্ষিত জ্ঞানগুলিকে এবার কাজে লাগাও।
সহ্য করতে পারি না গো, বৃক্ষ ছেদন করা-
আধুনিক মানুষের মন এখন দুশ্চিন্তায় ভরা।
ও প্রকৃতি তুমি আমাদের মা গো, তুমি আমাদের সব
রক্ষা করব আমরা তোমায়, এই আমার কলরব।

শিক্ষক মহাশয়

রিকি কর্মকার
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ১

শিক্ষক মানে ভালোবাসা
শিক্ষক মানে প্রাণ।
শিক্ষক মানেই দ্বিতীয় পিতা
সেই হবে মহান।
শিক্ষক মানে পথের দিশা
শিক্ষক মানে ভালো।
শিক্ষক মানে অন্ধকারে
মনে জ্বালাবে আলো।

কে তুমি?

লিজা পারভিন
ইংরেজি বিভাগ, সেমেস্টার - ১

এ জগতের নিয়ম মেনে
নেইতো তুমি আজ।
কষ্টে দুঃখে তোমার অভাব
বুঝতে পারছে এ সমাজ।
আগমনীর বার্তা যখন
আসছে ঘরে ঘরে
কালী মন্দির, দুর্গাদালান,
পুজো কমিটি সবার মনে পড়ে।
পুজোর সৃষ্টিকারী, বোধনকারী
আজ নেই,
চাঁদা তোলা, পুরোহিত জোগাড়,
পুজোর সমস্ত আয়োজনের
লোকটা তো সেই,
হারাবে সবাই খেই।
কীর্তন হলে, জলসা হলে, মহরম হলে,
জীবনী হলে গ্রামে সবার আশা চাঁদা তুলে
সাহায্য পাবে তারা তোমার নামে।
কোনো কমিটিই হতাশ হয়ে
ফেরেনি কভু ঘরে।
তাইতো এবার তোমার অভাবে
তোমায় মনে পরে।
গ্রামে ভোটের আবহাওয়া এলে
তুমি থাকো পাশে
যাতে কারো কষ্ট, দুর্দশা কোনো
অসুবিধা না আসে।
গরীব মেয়ের বিয়ের খরচ
কিছু একটা পাবে,
সেই আশার গুড়ের বালী
হয়তো এবার হবে।
আত্মীয়বা বিপদে পড়লে
একবারের ডাকে যেথায়,
সব কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছো
সবসময় তুমি সেথায়।
আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রামবাসী,
জ্ঞাতি গোত্র স্ত্রী ও সন্তান,
নাতি, নাতনীদের জান,
ছেড়ে চলে গেলে
ওগো দাদুভাই এত
তাড়াতাড়ি গিয়ে তোমার প্রাণ।
আল্লার কাছে এই দোয়া করি,
শান্তিতে থেকো হে
অমূল্য প্রাণ ধারী।
সালাম জানাই তোমার চিনিতে চাই -
হে মহান হে সুন্দর কে তুমি?

দাবি

রাসমণি গোস্বামী
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

পাইনি যেসব জীবনেতে,
তা নিয়ে আজ ভাবি,
অনেক কিছুই পাওয়ার ছিল,
করিনি তো দাবি।
করলে দাবি পেতাম কিনা,
ছিল না তাও জানা।
হয়তো পেলে উশুল করে
নিতাম ষোল আনা।
ভাগ্যে যদি থাকে তবে,
করতে হয় না দাবি,
পাওয়ার হলে এমনি পেতাম,
এটাও আবার ভাবি
কপালে যা আছে লেখা,
সেটুকু পাব মানি
যে যাই বলুক, কপালটাকে
আমি ভীষণ মানি।

রহ সতর্ক বাঁচাও জীবন

শিল্পা সাহা
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

শোনো শোনো বন্ধুগণ, শোনো দিয়া মন
জীবনের এক চরম সত্য করিব বর্ণন।
লক্ষ্য যোনি ভ্রমণ করে পেলাম মানব জীবন
সেই জীবনই চলে যাবে আসবে যাবে মরন।
জীবন পথের পথিক মোরা চলেছি পথে পথে
সাবধানের মার নেই জেনো মা ঠাকুমা বলে,
অসাবধানে চললে পথে দুর্ঘটনা ঘটে চলে।
ট্রাফিক আইন মানলে বন্ধু চিন্তা নেই গো আর
সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফে বাঁচো তুমি ও পরিবার।
সড়কপথে চালাও গাড়ি নিওনা জীবন হাতে
সময়ের চেয়ে বেশি দামি জীবন জেনো সন্ধ্যা প্রাতে।
সিগন্যাল মেনে চালাও গাড়ি নিও না আইন হাতে,
ভাঙবে যবে ট্রাফিক আইন কেউ রবে না সাথে।
বাইক নিয়ে বেরোলে পথে হেলমেট নাও পরে,
অপেক্ষা তোমার করে পরিবার তোমার আপন ঘরে।
ট্রাফিক আইন ভেবোনা সাথী নিয়ম মেনে চলো,
গতির চেয়ে দামি জীবন মনে সদা বলো।
আছে প্রশাসন আছে পুলিশ তোমার সেবায় রত
গাড়ির কাগজ সঠিক রেখো, চলো নিয়ম মত।

ভারতবর্ষ

আসিফা আনসারী
ইতিহাস বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

ভারত আমাদের দেশ যা শত সন্তানের,
রক্তের অধিকারী।
গড়েছিল ভারত মাতাকে
হিন্দু মুসলমান দুই ভাইয়েরা।
যার প্রতীক অশোক স্তম্ভ, যার সুর
জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে!
ভারত আমাদের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ,
জাগতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ।
ভারত মাতাকে যখন গড়ে তোলেন তা
শত রক্তের কন্যা দিয়ে তৈরীর মধ্য ত্রিরঙ্গে।
যত শত্রু আসে না কেন,
মাকে পারিবে না কেহ জয় করিতে।
হে ভারত মা তুমি আমাদের শান্তির স্থান
তুমি তরণী তরঙ্গে, রমনী মনোরঙ্গে
তাই ভারতবর্ষ তুমি আমাদেরই মা
শত সন্তানের রক্তের অধিকারী।

শিক্ষক

ভরত ঘোষ
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

শিক্ষক মানে মনের মধ্যে শিক্ষা আছে যার
শিক্ষক মানে কর্তব্য আর ক্ষমার সমাহার।
শিক্ষক মানে ভালোবাসা
শিক্ষক মানে প্রাণ।
শিক্ষক মানে দ্বিতীয় পিতা মাতা
সেই হবে মহান।
শিক্ষক মানে পথপ্রদর্শক
শিক্ষক মানে ভালো।
শিক্ষক মানে অন্ধকারে
মনে জ্বালাবে আলো।
শিক্ষক মানে আদর সোহাগ
শিক্ষক মানে বেত্রাঘাত।
শিক্ষক মানে আদব কায়দা
শিক্ষক মানে নিয়ম সর্বদা।
শিক্ষক মানে মনের উদারতা
শিক্ষক মানে সত্যি সত্যি মহান।

ফ্রী ফায়ার

বাপন মন্ডল
শিক্ষা বিভাগ, সেমেস্টার - ৩

যুবক ছেলেটি হাতে ধরে
মোবাইলে খেলছে গেম
চলছে খেলা কাটছে বেলা
কোথায় মাটির প্রেম
তরুণ সমাজ মগ্ন সবে
খেলছে ফ্রী ফায়ার গেম।
স্বাভাবিক কাজকর্মের তার
নেই কোন চেতনা,
শরীর চর্চা নেই এখন
অনলাইনে মজে
ফ্রি ফায়ার গেমে ডুবে আছে
ওটাই তারা বোঝে।
সূর্য কখন ডুবে গেল
চলে গেল বেলা,
রাত ঘনিয়ে গভীর হলেও
ছাড়ে না যে খেলা।
বড় ফোন আর এমবি খরচ
প্রতিদিন লাগবেই।
গেমের খরচ জোগাতে না পেরে
করে আত্মহত্যা
মারন খেলা বারণ করো
সমাজ হবে শেষ
এই বাধিতে মরবে সবাই
ধ্বংস হবে দেশ।

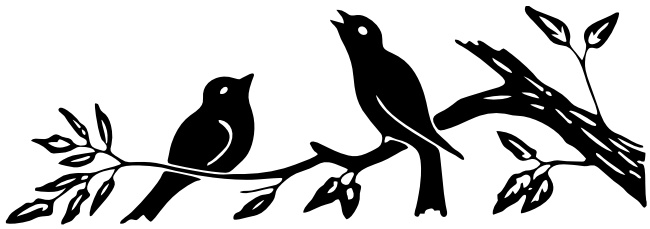

শিমুল ঝরার দিন

মিতালী মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

এইতো সেদিন শ্রাবণ দিনে
করেছি কত খেলা।
হারিয়ে গেছে মধুরিমা
আমার ছোটবেলা।
বাবার পায়ে উঠে আমি
চাঁদের বাড়ির কাছে,
পাখি হয়ে উড়ে যেতাম
উঁচু খেজুর গাছে।
আমি ছিলাম, বাবা ছিল
ছিল চাঁদের আলো।
নদীর জলে খুশির ঢেউ
দিন কাটতো ভালো।
শিমুলঝরা সেসব দিন
কোথায় হারিয়ে গেল?
ভাবতে বসে ভাবি এখন
জীবন কি যে পেল?

দাবি

গৌরী মন্ডল
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সেমিস্টার - ৫

পাইনি যেসব জীবনেতে,
তা নিয়ে আজ ভাবি,
অনেক কিছুই পাওয়ার ছিলো,
করিনি তো দাবি।
করলে দাবি, পেতাম কিনা,
ছিলো না তাও জানা,
হয়তো পেলে, উশুল করে,
নিতাম ষোলো আনা।
ভাগ্যে যদি থাকে,
তবে করতে হয় না দাবি,
পাওয়ার হলে, এমনিই পেতাম
এটাও আবার ভাবি,
কপালে যা আছে লেখা,
সেটুকু পাবো জানি,
যে যাই বলুক কপালটাকে
আমি ভীষণ মানি।

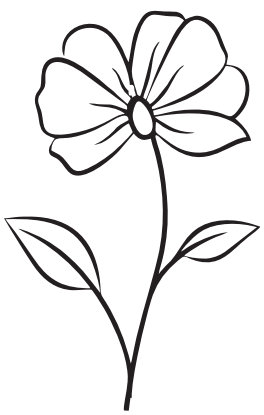

জীবনের বাস্তবতা

রাহুল সাহা
ইংরেজি বিভাগ, সেমেস্টার - ১

শেষ বিকেলে ক্লান্ত পাখি
গল্প শোনায় রোজ
সেই পাখিটি একলা ভীষণ
নেয় না কেউ খোঁজ
পাখিটা আজ ভালই আছে
রঙিন ডানায় সুখ
যত্ন করে লুকিয়ে রাখে
কষ্টে পোড়া বুক।

এ কেমন স্বাধীনতা

সোনু আফসানা
রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সেমিস্টার - ৫

স্বাধীনতা তুমি নিষ্ঠর কেন ;
বলি নিলে, রক্ত খেলে
মুক্ত বেনির পাষাণ পুরে।

তবুও তো কৈ দাওনি স্বাধীনতা
দাওনি তো মুক্ত, সহজ পথে চলা
দিয়েছো শুধু নীলিমার নীচে রুদ্ধ শ্বাসে থাকতে
তবে কিসের স্বাধীনতা সহিদের কেবল রক্ত ঝরা

স্বাধীনতা তুমি থেকো ও
বোবা মায়ের হা হা বুক ফাঁটা কান্না
ছোট্ট শিশুটির জরায়ু ছিন্ন ব্যথার আর্তনাদ
ভাই বলে ডাকে শেষে ঘরের শত্রু বিভীষণ সাজে
বৃদ্ধা আজ ঘর ছাড়া, সবই অনাচার
তবে কিসের স্বাধীনতা।

র্ধমে বাধা, কর্মে বাধা
আজ বাঁধায় যেন শিকল পড়া
জয় গান তো নই বটে, দোহায় গান চলে
পাড়ার নব বধূর অলকা বেশের পরে।

মায়ের মেয়েটি যখন লক্ষ্মী দেবতার পরে
সেই মেয়েটি আবার শেষে শোষণের ঘরে,
হা ভাতে মরে কেন শতাধিক প্রান

স্বাধীনতা তুমি আজ এসো না আর ফিরে
যাও চলে ব্রিটিশের ঘরে

স্বাধীনতা তুমি এসো নববর্ষ রুপে
সবুজের ছোঁয়ায় হাসির খোরাক নিয়ে
উড়িয়ে দিবে খোলা আকাশে
মুক্তিযোদ্ধার একরাশ ভালোবাসার পরে ।

মুক্ত স্বাধীনতা দিয়েছে যারা
সততার মান রেখে গিয়েছে তারা
তবুও আজ ব্রিটিশের পরে মীরজাফরের দলে
শোষণ করে ভন্ড রুপে
নষ্ট করেছে স্বাধীনতার মান কে
বিনাশ করো হে নব যুব স্বাধীনতার তরে।

বাবাকে নিয়ে

সুস্মিতা মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ১

ত্যাগের অপর নাম বাবা।
বাবা ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ।
একজন বাবা একশো শিক্ষকের সমান
অনুশাসনের দ্বিতীয় নামটি কেবল বাবা।
আপনি পাল্টাতে পারেন কিন্তু,
আমার বাবার ভালোবাসা
কখনোই পাল্টাবে না।
বাজার থেকে আনন্দের জিনিস কেনা যায়,
কিন্তু বাবার ভালোবাসা কেনা যায় না।
বাবা হল যিনি স্রষ্টার
ভালোবাসার কবিতা প্রতিচ্ছবি
একজন সফল বাবা তার চেয়েও
সফল একজন সন্তানকে তৈরি করেন।
একজন বাবা হলেন একজন বন্ধু।
এর উপর আমরা সর্বদা
নির্ভর করতে পারি।
বাবা হলেন একটি বাড়ির ছাদ,
যে নিজে পুড়ে সন্তানদের ছায়া দেয়,
কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে না।

বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু

লক্ষ্মী মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

জ্ঞান ভান্ডারের চাবিকাঠি সে তো বই।
সুখে দুঃখে জীবনের সাথী আর আছে কই।
মানুষের জীবনে চলার জন্য যেমন
ভালো বন্ধু প্রয়োজন হয়।
তেমনি ভালো বইয়ের প্রয়োজন হয়।
বইতে বাস্তব জীবনের কথাই লিপিবদ্ধ থাকে।
আর গ্রন্থের দর্পণে মানুষ তার চলার
পথ নির্ণয় করতে পারে।
ভালো বই পাঠককে সচেতন মানুষ
গড়ে তোলে।
বইবিহীন জীবনকে আত্মবিহীন দেহের
সঙ্গে তুলনা করা চলে।
এই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদই বই।

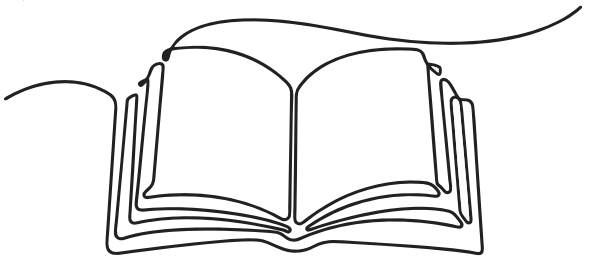

পড়াশোনা

রিজওয়ানা খাতুন
বাংলা বিভাগ, সেমিস্টার - ১

সারাদিন এক কাজ
ভালো তো লাগে না
নিত্যদিন করি যা
তা হল পড়াশোনা।
সকাল, বিকেল, রাতের মাঝে
একটাই কাজ তা হল পড়াশোনা।
পড়াশোনা করে যায় অবিরাম
নেই কোনো ছুটি,
ছোট্ট থেকে শিখে আসা অ-আ-ক-খ
ভুলে যাই বড় হয়ে এটাই দুঃখ।
মাঝখান থেকে যদি কেউ করে প্রশ্ন
সবকিছু যাই ভুলে। মন হয় বিষণ্ণ।
মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিকে
কম পেলে নাকি জীবন নিস্তব্ধ।
শিক্ষা মানেই নয় শুধু
মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিক বৃত্তি
আচার ব্যবহারই মানুষের পরিচিতি।
রইল প্রতীক্ষা আমার এই
করব সকল ভাল কাজ।

মা

আসিয়া খাতুন
ইংরেজি বিভাগ, সেমিস্টার - ১

আমার ভালোবাসা,
আমি বলতে সবই আমার মা।
আমার মুখে হাসি বলতে আমার মা
যখন চোখ খুলি প্রথম তাকেই দেখি
উনার হাসিতে আমি কাঁদি
আমার প্রথম জগৎটা,
আমার মায়ের চোখেই দেখা।
আমার মায়ের হাত ধরেই
আমার পথ চলতে শেখা।
আমার মা আমার সব দুঃখ জানে
তাইতো মা আমার মাথায় হাত রেখে
সব আবদার মানে।
দেখবে পুরো পৃথিবী তোমার
বিরুদ্ধে হলেও আমাদের মা
আমাদের পাশে সব সময় থাকে।
My mom is the only one
who understand me by
looking
at my face.

Women

Supriya Mandal
English Department, Semestar - 1

Women are the backbone of the country
But men are not proud of accepting it,
Women are the consciousness of the society
But not everyone wants to accept it.
When women are helpless
That time women are alone,
When women are helpless
That time women are alone
Women can do everything
But they are not allowed
to do anything whatever.
Men think women are nothing -
But women live with men forever.
If men are the half of the sky
Then woman fill the rest of the sky.

Silence

Ritu Mandal
English Department, Semestar - 3

My heart suddenly startled at the call of your voice ;
Then I see you are not there
In the lane where we met everyday
Now the condition of that path is a terrible shape.

Then I heard, a conch ring three times
And the shadows of darkness come down ;
The signs of love was erased.
There are piles of wood, coal,
pieces of stone and corpse lying.

I found a half torn necklace of yours
But I didn't get you,
Long centuries passed, keeping that necklace.
Yet your voice was no longer heard.

জীবনের পথচলা

সেখ মোক্তারুল হোসেন

একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করত আলী নামে এক সরল, সৎ এবং পরিশ্রমী মানুষ। আলী ছিলেন গ্রামের একজন সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তার সততা, পরিশ্রম এবং সবার প্রতি আন্তরিকতার জন্য গ্রামের সবাই তাকে সম্মান করত। আলীর স্ত্রী ফাতেমা ছিলেন একজন গৃহিণী, যার মমতা এবং দায়িত্বশীলতার কারণে তাদের পরিবার সবসময় সুখী ছিল। আলী ও ফাতেমার তিনটি সন্তান ছিল — বড়ো ছেলে কাসিম, মেয়ে আয়েশা এবং ছোট ছেলে মোহাম্মদ।

আলী ও ফাতেমার একমাত্র স্বপ্ন ছিল তাদের সন্তানদের সুশিক্ষিত করা। তারা বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা তাদের সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে এবং সমাজে সম্মান অর্জন করবে । এই স্বপ্ন পূরণের জন্য আলী নিজের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করতেন। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো না হলেও, আলী তার ছোট্ট ব্যবসা থেকে যা আয় করতেন, তা দিয়ে পরিবারকে ভালোভাবে চালাতে পারতেন।

ফাতে মা ছিলেন একজন দায়িত্বশীল মা। তিনি জানতেন যে, তার সন্তানদের শিক্ষিত হওয়া তাদের ভবিষ্যতের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি প্রতিনিয়ত ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হতে উৎসাহ দিতেন। কাসিম ছিল তার বাবার আদর্শ অনুসরণকারী একজন আদর্শ ছেলে । সে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হল, তখন ফাতেমার মনে আশা জাগল। দুই বছর পরে, আয়েশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হল। মোহাম্মদও যখন তার দাদার পথ অনুসরণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হল, তখন তাদের পরিবারের শিক্ষার যাত্রা পূর্ণরূপে শুরু হল।

কাসিম যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করল, তখন পরিবারের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হল। আলী ও ফাতেমা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, তাদের ছেলে

একদিন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ করবে। আয়েশাও তার দাদার পথ অনুসরণ করে মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে শেষ করল।

কিন্তু জীবন সবসময় মসৃণ পথে চলে না। এই সময়েই আলী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যদিও তিনি এখনও কিছুটা কাজ করতে পারতেন, তবে তার আগের মতো পরিবারের জন্য আয়ের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়নি। ঠিক এই সময়ে আয়েশার উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি চলাকালীন তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর আয়েশা স্বামীর বাড়িতে চলে গেলে, বিয়ের কয়েক মাস পরে আলীর অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল, যা পরিবারের জীবনকে একেবারে পাল্টে দিল। আলীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত ভেঙে পড়ল।

আলীর আয়ের অভাবে কাসিম ও মোহাম্মদের পড়াশোনায় বাধা সৃষ্টি হল। পরিবারের খরচ চালানো এবং ছেলেদের পড়াশোনার খরচ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে কাসিম তার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু কাসিম সহজে হাল ছাড়ার মতো ছেলে ছিল না। সে পরিবারের জন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত নিল। সে ঠিক করল যে, পরিবারের জন্য কাজ করবে এবং নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে যাবে ।

কাসিম প্রতিদিন কাজ করার পর রাতে পড়াশোনা করত। তার এই কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতা পরিবারের সকলের কাছে এক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠল। তার ছোট ভাই মোহাম্মদও দাদার পরিশ্রম দেখে অনুপ্রাণিত হল এবং নিজেও পড়াশোনায় মনোযোগ দিল। মোহাম্মদ সিদ্ধান্ত নিল যে, সে পড়াশোনায় ভালো ফল করবে যাতে দাদার কষ্টের মূল্য দেওয়া যায়।

ফাতেমা, এই পরিস্থিতিতে বসে থাকার মতো মানুষ ছিলেন না। তিনি ভাবলেন, সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য তিনিও কিছু করতে পারেন। তিনি একটি সেলাই মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেলাইয়ের কাজ জানার কারণে, তিনি সেলাইয়ের কাজ শুরু করলেন। যদিও সেই আয় সামান্য ছিল, তবুও তা দিয়ে পরিবার চালানো এবং ছেলেদের পড়াশোনার খরচ কিছুটা হলেও মেটানো সম্ভব হল।

কাসিম তখন সিদ্ধান্ত নিল যে, সে গ্রামের বাইরে শহরে কাজ করতে যাবে। তার মনে একটাই লক্ষ্য ছিল — পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা করা এবং ভাইয়ের পড়াশোনায় যাতে কোনো বাধা না আসে তা নিশ্চিত করা। শহরে কাজ করার সময়, কাসিম বাড়ি ফিরত শুধু পরীক্ষার সময়। এই সময়ের মধ্যে, সে নিজের উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

মোহাম্মদও তার দাদার পরিশ্রম দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দিল। সে বুঝতে পারল যে, তার দাদার প্রচেষ্টার ফলে যে আয় হচ্ছে, তা বিফলে যেতে দেওয়া উচিত নয়। সে স্কুলে ভালো ফলাফল করতে শুরু করল, কিন্তু পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে তার শিক্ষার গতি ধীর হয়ে গেল।

এদিকে, আলীর স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে উন্নতি হতে শুরু করল। কিন্তু ততদিনে কাসিম এবং মোহাম্মদের জীবন ভিন্ন পথে চলে গেছে । কাসিম তার শিক্ষাজীবন পুরোপুরি শেষ করতে না পারলেও, সে একজন পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে গ্রামের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল। তার সততা এবং পরিশ্রমের কারণে সে গ্রামের মানুষের কাছে সম্মান অর্জন করল।

মোহাম্মদ তার শিক্ষাজীবন চালিয়ে যেতে থাকল। যদিও সে শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠা লাভে পুরোপুরি সফল হতে পারে নি, তবুও সে একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠল। সে শিখল যে জীবনের আসল সাফল্য শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠা বা অর্থ নয়, বরং একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, পরিশ্রম করা এবং সব বাধা অতিক্রম করে একসাথে এগিয়ে যাওয়া। এইভাবে, আলী এবং ফাতেমার সন্তানরা জীবনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেল।

মেয়েদের জীবনের বাস্তব কথা

খুশি কর্মকার
বাংলা সাম্মানিক, সেমিস্টার ৩

মেয়ে শব্দটা যদিও ছোট কিন্তু এর অর্থ অনেকটা বড়। একটা মেয়ে মানে সবার কাছে বাধ্য হয়ে চলো, ঠিক করে বসো, ঠিক করে ঘুমাও, সাবধানে চলো, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, লোকে কি বলবে, সমাজ কি বলবে, পাড়ার লোকে খারাপ বলবে - এগুলো শুনতে শুনতে জীবনটাই কেটে যায়, তবুও দিনশেষে সবার চোখে খারাপ হয়ে থেকে যায়।

মেয়েরা তাদের মাকেও বাবাকে কেন এত ভালবাসে জানেন? মেয়েরা জানে, মা ও বাবা পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যে নিজের সন্তানকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

মেয়েদের জীবনটা সত্যিই আজব। একটি মেয়ের কোনো স্বপ্ন বা আশা থাকে না, জীবনে আর যেটা থাকে সেটি হলো অন্যের জন্য বেঁচে থাকা। জন্মের পর মা বাবার জন্য, বিয়ের পর স্বামীর জন্য, মা হওয়ার পর তার সন্তানের জন্য। আসলে মেয়েদের জীবনে চাওয়া-পাওয়াগুলো নিজের একান্তে থেকে যায়।

মেয়েদের জীবনটা কি অদ্ভুত তাই না! একটি মেয়ে

নিজের ইচ্ছামতো ঘুরতে পারে না। নিজের পছন্দের জিনিস নিজে বেছে নিতে পারে না আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে। একটি মেয়ে যে বাড়িতে ছোট থেকে বড় হয় সেই বাড়িটা বিয়ের পর একদিন তার কাছে আত্মীয় বাড়ি হয়ে যায়। আর মেয়েরা জানে কিভাবে পরিবারের মানুষের সাথে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়, কষ্ট হলেও সব সহ্য করতে হয়, কারণ মেয়েরা জানে তার ভালোলাগা খারাপ লাগার কোনো মূল্য নেই।

'জীবনের কিছু কথা থাকে' - কে বুঝবে তার মনের কষ্ট, চার দেয়ালের মাঝে বন্দী থাকতে হয়। এই যে এত ত্যাগ, তারপরেও পরিবারের মানুষের কাছে ভালো হতে পারে না। শুনতে হয় হাজারো রকমের কথা। বিবেকহীন এই সমাজে মেয়েদের কান্না পাওয়াও নিষেধ। লোকে বলে মেয়েদের নিজের কোনো বাড়ি হয় নি, কিন্তু সত্যি কথা হল তাদের ছাড়া কোনো বাড়ি সম্পূর্ণ হয় না।

বিয়ের দিন নিজের বাড়ির সব কিছু ছেড়ে চলে আসতে হয় অন্যের ঘরের ঘরণী হয়ে -- এই বিদায়টা কতটা যন্ত্রণার সেটা শুধুমাত্র মেয়েরাই জানে। এই অনুভূতি চাইলেও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পর মানুষগুলোকে আপন করে নিজের জীবনটাকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়।

দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের সমাজের মানুষ মেয়েদেরকে খারাপ চোখে দ্যাখে, অবহেলা করে। আজও আমাদের সমাজের লোকেরা মেয়েদেরকে সুশিক্ষিত হতে দেয় না। মেয়েদের জীবন নিয়ে এই সমাজে ঠাট্টা করা হয়। মেয়েদের কষ্ট বোঝা অত সহজ নয়। যে বাড়িতে তাদের জন্ম সেই বাড়িতেই তাদের জায়গা হয় না। এবং নিজেদের মা-বাবা, ভাই-বোনকে দেখতে মন চাইলে নিজের ইচ্ছামতো দেখতেও পায় না। বেশিরভাগ মেয়েরা একটু কষ্ট পেলে কাঁদে, কখনো কারণে তো কখনো আবার অকারণে, কখনো নিজের প্রিয় মানুষগুলোর জন্য। মেয়েদের জীবনটা সত্যি একটা মোমবাতির মতন হয়, যে নিজে জ্বলে যাওয়ার সত্ত্বেও অন্যকে আলোকিত করে যায়।

মেয়েদের মন খুব নরম সেই নরম মনে কখনো কষ্ট দিয়ো না। পারলে একটু ভালোবাসা দিয়ে দেখবে তারা সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করবে শুধু তোমারই জন্য।

মেয়েদের জীবনের বাস্তব কিছু কথা তুলে ধরলাম, মানতে কষ্ট হলেও এটাই সত্যি।

আমার প্রিয় খেলা

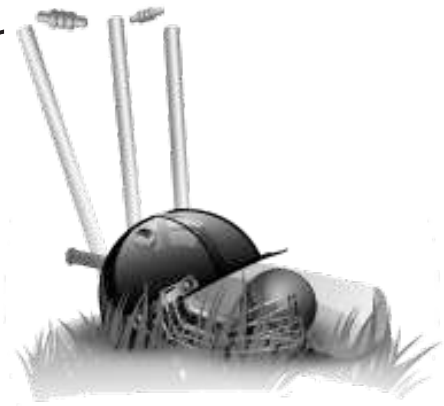

বাপন মন্ডল
শিক্ষা বিভাগ, সেমেস্টার - ৩

প্রতিটি তরুণের মতো আমিও খেলা ভালোবাসি। খেলার মধ্যে দিয়ে অনুভব করি এক উত্তেজনাময় আনন্দ। আমাদের দেশে অনেক রকমের খেলা আছে। তারমধ্যে আমার প্রিয় খেলা ক্রিকেট। এই খেলা আমাকে যেভাবে আনন্দ দেয় তা অন্য কোন খেলা দিতে পারে না। আমার মনে হয় ক্রিকেট খেলার প্রতিমুহূর্তে যে রোমাঞ্চ কাজ করে অন্য কোন খেলায় তা পাওয়া যায় না। ক্রিকেট খেলায় প্রতিটি বলে বলে অনিশ্চয়তার আনন্দ। আন্তর্জাতিকভাবে ভারত দেশের ক্রিকেট অনেক সুনাম কুড়িয়েছে।

এ কারণেও ক্রিকেট আমার ভালো লাগে। তবে বেশি ভালো লাগে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। সহজে এবং দুধের উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে এ ধরনের খেলার সমাপ্তি পাওয়া যায়। ক্রিকেটে চার-ছয় মারার মুহূর্ত খুবই আকর্ষণীয়। এ খেলার সবচেয়ে মজার দিক হচ্ছে শেষ বল না হওয়া পর্যন্ত বলা যায় না কোন দল জয়লাভ করবে। এ কারণেই আমার প্রিয় খেলা ক্রিকেট।

আমাদের কলেজ

মাধবী মন্ডল
বাংলা বিভাগ, সেমিস্টার ১

আমরা কলেজে শিক্ষালাভ করি। কলেজ হল শিক্ষার আলয় অর্থাৎ কলেজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা শিক্ষিত হই এবং জীবনে উন্নতি লাভ করি ।

আমাদের কলেজের নাম মানিকচক কলেজ, যা ছবির মত সুন্দর একটি এলাকায় অবস্থিত। কলেজটির তিন তলা সরকারি আনুকূল্যে তৈরি কংক্রিটের ছাদ এবং রয়েছে অনেকগুলি কক্ষ। এর উত্তর-পশ্চিম দিকে খোলা মাঠ এবং বাগান। কলেজটির চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পূর্ব দিকের সামনে চওড়া রাস্তা এবং কলেজের প্রবেশ দরজা। তারই পাশে রয়েছে সুন্দর একটি বাগান। বছরের প্রায় সবসময়ই কৃষিক্ষেত্র। কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠ প্রাচীরের ভিতরে অবস্থিত। সব মিলিয়ে কলেজটির প্রাকৃতিক শোভা মনোমুগ্ধকর।

এখানে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন। তাঁরা যত্ন সহকারে আমাদের শিক্ষা দেন। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সদ্ব্যবহার, জীবনে সঠিক পথে চলার পথ দর্শন এবং নীতিগত সমস্ত শিক্ষা দিয়ে আমাদের মানুষ করার চেষ্টা করেন। বেলা এগারোটায় আমাদের পঠন-পাঠন শুরু হয়ে তা শেষ হয় বিকেল চারটের সময়। মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য আমাদের টিফিনের বিরতি থাকে।

টিফিনে আমরা সকলে একসঙ্গে আহার পর্ব শেষ করি এবং এই অল্প সময়েই আমরা অনেক আনন্দ করি। শিক্ষক শিক্ষিকারা যেমন আমাদের খুব ভালবাসেন, তেমনি আমরাও উনাদের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করি।

পবিত্র নদীর জল এখন দূষিত

রবি মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ, সেমিস্টার - ১

এক সময় সেই নদীটির উপর সূর্যের রশ্মি পড়লে মনে হতো আকাশের সমস্ত তারকা নদীতে এসে পড়েছে। নদীটির সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব। কাঁচের মতন চকচক করা পরিষ্কার জলে ঘুরে বেড়াতো মাছ সহ অসংখ্য প্রাণী। শহরের দূষিত আবহাওয়া থেকে কিছু মুহূর্ত আমি স্বাধীন অবস্থায় থাকতাম এ নদীটির পাশে। নদীর মধুর বাতাস আমার উপর দিয়ে বয়ে গেলে মনে হতো শহরের দূষিত আবহাওয়াকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

কিন্তু, এখন মানুষ উন্নতি লাভ করেছে। ধীরে ধীরে নগরের সংখ্যাগুলিও বেড়েছে আর তার সঙ্গে বেড়ে গিয়েছে বহু কলকারখানার সংখ্যা, প্লাস্টিক ও আবর্জনা। শহর থেকে শুরু করে গ্রামের মানুষজন এই প্লাস্টিকগুলিকে নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহার করে ছুড়ে দিয়েছে আবর্জনার পাত্রে। কলকারখানা বিভিন্ন কেমিক্যাল পদার্থ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে সেই আবর্জনা পাত্রে। হারিয়ে যাবার জন্য পাত্রটি হল সেই পবিত্র নদীটি। এখনো নদীটিকে পবিত্র বলা যায় না, হয়ে গেছে দূষিত নদী।

এই নগরায়ন যেমন করে অরণ্য গ্রাস করে তেমনি গ্রাস করে নিয়েছে পবিত্র নদীগুলিকেও।

ভরদুপুরে স্নিগ্ধ শীতের উচ্ছ্বাস

কাবেরী মন্ডল

সংস্কৃত বিভাগ, সেমিস্টার - ৩

সুন্দর স্নিগ্ধ সকাল মনকে আনন্দ করে তোলে। তারই মাঝে এই সকালের কুয়াশাময় আকাশের চারিদিকে ফুটিয়ে তোলে তার সাথে ভেসে আসা কিছু পাখির কলরব। মনকে উৎফুল্ল করে তোলে। সেই শীতের ভর দুপুরে ফুটে ওঠা সেই ছোট্ট একটি টবে সাদা ফুলের গন্ধ মনকে লালিত করে। মাঝে মাঝে বয়ে আসা বাতাস মনকে দোলা দিয়ে যায়। সেই শীতের ছোট্ট শিশুদের কলরব যেন আচ্ছন্ন করে। আবার দেখি শীতের জামা কাপড়ের পরিচ্ছেদ সব কিছুর মধ্যে এক নতুনত্বের ছোঁয়া পেয়ে থাকি। যা শীতের স্নিগ্ধ ভরদুপুরকে আলোড়িত করে।

হারানো সময়ের স্মৃতি

অচিন্ত্য মন্ডল

ইতিহাস বিভাগ, সেমিস্টার - ১

এক সকালে সূর্যের প্রথম রশ্মি গ্রামটির উপর পড়লে সবুজ ক্ষেতগুলো যেন স্বর্ণালী রঙ ধারণ করত। গ্রামের ছোট্ট পথ ধরে হাঁটলে যেন মনে হতো সকালের শান্ত বাতাস চঞ্চল মন থেকে শান্ত করে দিচ্ছে। সেই গ্রামে একটা বিশাল বটগাছ ছিল যেখানে গ্রামের মানুষ বসে একসাথে গল্প করতো। তারা করতো না অহংকার অর্থের উপর, করতো না হিংসা সম্পদের উপর, মনে হতো তারাই যেন সত্যিকারের পরম সুখ পেয়েছিল।

এখন আর সেই গ্রামটি নেই, হয়ে গেছে নগরে পরিণত। সেই যে পুরনো বটগাছ সেই গাছটিও নেই, হয়ে গেছে মানুষের আসবাবপত্র। আর সেই স্বর্ণালী রুপী খেদগুলো এখন পরিণত হয়েছে বিভিন্ন কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে। কিন্তু এখনো কি রয়ে গেছে জানো? সেই হারানো শান্ত গ্রাম ও তার স্মৃতিগুলো।

"সময়ের সঙ্গে সব কিছু পরিবর্তন হবে কিন্তু হারানো স্মৃতিগুলো শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সঙ্গে যাবে।।"

আমাদের কলেজ

নন্দিতা মন্ডল
ইংরেজি বিভাগ, সেমিস্টার - ১

আমরা কলেজে শিক্ষালাভ করি। কলেজ হলো শিক্ষার আলয় অর্থাৎ কলেজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা শিক্ষিত হই এবং জীবনে উন্নতি লাভ করি।

আমাদের কলেজের নাম মানিকচক কলেজ, যা ছবির মত সুন্দর একটি এলাকায় অবস্থিত। কলেজটির তিন তলা সরকারি আনুকূল্যে তৈরি কংক্রিটের ছাদ এবং রয়েছে অনেকগুলি কক্ষ। এর উত্তর-পশ্চিম দিকে খোলা মাঠ এবং বাগান। কলেজটির চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পূর্ব দিকের সামনে চওড়া রাস্তা এবং কলেজের প্রবেশ দরজা। তারই পাশে রয়েছে সুন্দর একটি বাগান। বছরের প্রায় সবসময়ই কৃষিকাজ হয়। কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠ প্রাচীরের ভিতরে অবস্থিত। সব মিলিয়ে কলেজটির প্রাকৃতিক শোভা মনোমুগ্ধকর। এখানে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন। তাঁরা যত্ন সহকারে আমাদের শিক্ষা দেন। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সদ্ব্যবহার, জীবনে সঠিক পথে চলার পথ দর্শন এবং নীতিগত সমস্ত শিক্ষা দিয়ে আমাদের মানুষ করার চেষ্টা করেন। বেলা এগারোটায় আমাদের পঠন-পাঠন শুরু হয়ে তা শেষ হয় বিকেল চারটে। এর মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য আমাদের টিফিনের বিরতি থাকে। টিফিনে আমরা সকলে একসঙ্গে আহার পর্ব শেষ করি এবং এই অল্প সময়েই আমরা অনেক আনন্দ করি। শিক্ষক শিক্ষিকারা যেমন আমাদের খুব ভালোবাসেন, তেমনি আমরাও উনাদের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করি।

হত্যাকাহিনী

শরিফা খাতুন
ইংরেজি বিভাগ, সেমেস্টার - ৩

এক বাড়িতে থাকত চারটি লোক। এক উত্তম মশাই এবং তার তিন চাকর। উত্তম মশাই ছিলেন একজন মহাজন, প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক। তিন চাকরই ছিল তার খুব ফিনাশরাত এবং কাছের।

এক সকালে উত্তম মশাই এর মৃত্যু ঘটে। পারা পড়শীতে সব জানাজানি হয়। তো মশায়ের খুব কাছের একজন পুলিশ বন্ধু ছিলেন। পাড়াপড়শি থেকে জানা যায় উত্তম মশাই এর মৃত্যুর ঘটনা। তার বাড়িতে যেহেতু তিনটি চাকর থাকতো তার সঙ্গে, তাই তিনি চাকর তিনজনকে আলাদাভাবে একই প্রশ্ন করেন, "তোমরা এই মৃত্যু সম্পর্কে কিছু জানো?"

প্রথম চাকর তার সাক্ষীতে বলে,"না, স্যার। মালিকের হত্যার পিছনে কে হতে পারে আমার জানা নেই। এত ভালো মানুষকে কেউ এত নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে, তা আমার ভাবনার বাইরে।

দ্বিতীয় চাকর বলে,"না স্যার, আমি মালিকের মৃত্যুর সম্পর্কে কিছুই জানিনা। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ছিল আগে থেকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাঁর মৃত্যু হবে কে ভেবেছিল।"

তৃতীয় চাকর বলে, "ভালো মানুষরাই কেন দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। মালিক খুব ভালো ছিলেন। তার মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে খুবই দুঃখজনক।"

পুলিশ বন্ধুটির তিন চাকরের কথা শুনলেন এবং প্রথম চাকরটিকে গ্রেফতার করলেন। পুলিশ স্টেশনে তাকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হলো। চাকরটি প্রতিবাদ করে যে, তাকে কেন জোর করে কারাগারে বন্দি করা হচ্ছে। সে তার মালিকের হত্যার ব্যাপারে কিছুই জানে না। তখন পুলিশ মশাই হেসে ওঠেন। বলেন,"তুমি নিজের কথায় নিজেই ফেসেছো বাছা।

আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মৃত্যু কিভাবে হয়েছে? তুমি বলেছ, হত্যা কি করে হয়েছে? সেটা তুমি জানো না অথচ কেউ বলেনি উত্তমের হত্যা হয়েছে। সবাই বলছে মৃত্যুটা খুব তাড়াতাড়ি হয়েছে। অর্থাৎ তুমি উত্তমের খুন করেছ, তাই হত্যা বলেছ। এছাড়াও তুমি উত্তমের খাবারের ডিউটিতে ছিলে। তুমি খাবারে দিস মিশিয়ে দিয়েছিলে, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে সব ধরা পড়েছে।

পরবর্তীতে প্রথম চাকরটিকে আদালতে নিয়ে যাওয়ায় সে সব কথা স্বীকার করে। সে বলে ধন দৌলতের লোভে সে এই রকমটা করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি হয়।। এভাবে উত্তম মশাই এর হত্যাকান্ড সকলের সামনে আসে ।

নীতিকথা - মানুষের বলা শব্দ না চাইলেও অনেক কিছু বলে দেয়।

A Driven Youth

Abdul Mannan Momin
English Department, Sem -1

A youth was born into a middle class family. His lineage was neither well educated nor much wealthy. His father was a very hard working person, he was very anxious about his son's future. His father was very afraid for him, he did not want to see his son came to his situation because of the way he spent his whole life. That was a very horrible and challenging life. One day his father told him about his life that he faced lots of challenges because of being poor and lack of education. After listening to his father, he wanted to face those challenges that his father faced. One day he decided to go far away from his home to face the challenges. After meeting with different kinds of peoples and some weird law of societies like 'one to one comparing' and 'honour for those who are rich' etc.

After touring he realised that, this world is just a 'true lie' except nothing, when he reached in his eighteen, everyone started calling him a burden of his family, except his parents, especially his father.

One day suddenly he took it seriously and he decided to innovate something that before just imagined. He worked very hard for it. He faced lots of challenges but he did not lose his faith. He consistently worked for it and after a very long journey of his life he finally worked out all of the challenges that came on his way. The journey to innovation of imagination.

He proved everyone wrong who told him the burden of his family and felt proud of the entire world and especially of his parents.

আমার চোখে কলকাতা

তরল মন্ডল

ইংরেজি বিভাগ, সেমেস্টার - ১

ভ্রমণ কার না ভালো লাগে। তাই আমিও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আজ আমার প্রথমবার কলকাতার উদ্দেশ্যে যাওয়া। কলকাতা শহর প্রদর্শনের উৎসিকতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় সন্ধ্যার সময় কিছুদূর হেঁটে উঠলাম টোটোতে, তারপর বাহারাল স্ট্যান্ডে পৌঁছালাম। স্ট্যান্ডে মালদা স্টেশনের দিকে যাওয়ার জন্য বাসে উঠলাম। তাই দু'ঘণ্টা পর পৌঁছালাম মালদা স্টেশনে। স্টেশনে টিকিট করে জানতে পারি ট্রেন ছাড়বে রাত্রি নটা ৪৫ এ। তাই আমাদেরকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। এই বিরতিতে আমি প্ল্যাটফর্মটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। যে কোন স্থানের প্রথম দর্শন অভিজ্ঞতা খুবই আনন্দময় হয়। আর দিনটি ছিল মেঘলা, আকাশে কোন তারা দেখা যাচ্ছিল না।

সময়মতো ট্রেন আসতে আমি ট্রেনে নিজস্ব সিটে বসে পড়লাম। এই সময় শুরু হল বাইরে বৃষ্টি আর দেখতে পেলাম ট্রেনের যাত্রীদের ভিড়। তারপর ট্রেন ছাড়তেই বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম জানলার দিকে। রাতের অন্ধকার আর তার সাথে বৃষ্টিতে বাইরের দর্শন অনুভূতিটা ছিল অন্যরকম। তাই বাইরের দৃশ্যটা দেখতে দেখতে চললাম। তারপর শিয়ালদা স্টেশনে নেমে দেখি বিশাল বড় সেই প্ল্যাটফর্ম। আমার জীবনের প্রথম এত বড় প্ল্যাটফর্ম দর্শন। শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনের দমদম স্টেশনে এলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে দেখি বড় রাস্তা, তার চারপাশে বড় বড় ইমারত দাঁড়িয়ে। রাস্তায় প্রচন্ড ভিড় চারিদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে হেঁটে গেলাম এক দাদার রুমে। সেখানে ফ্রেশ হয়ে আবার মেট্রো ট্রেন দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দমদম স্টেশনে লোকাল ট্রেনে উঠে শিয়ালদহ স্টেশনে সেখানে মেট্রো ট্রেনে ওঠার জন্য গিয়ে টিকিট কাটলাম। কিছু মুহূর্ত পর এলো মেট্রো। একটু দেখার পর অনেক আনন্দিত হয়েছিলাম। মেট্রোতে উঠে মাটির তলা দিয়ে আবার মাটির উপর দিয়ে এইভাবে শেষ স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। বাইরের দৃশ্য ছিল অপরূপ। আমার এই ফোনটি ছিল অল্প সময়ের। একটু দর্শনের পর গেলাম দর্শনের উদ্দেশ্যে কিন্তু সেই রাস্তায় সেই সময়টা আমার নেই তাই আমরা আবার ট্রেনে করে বাড়ি ফিরলাম। আমার দৃষ্টিতে কলকাতা শহরটি ছিল এক স্বপ্নের নগরীর মত, যার মধ্যে আমি কিছু মুহূর্তের জন্য ডুবে গিয়েছিলাম। এই ভ্রমণটি ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ।

একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

ফুলেশ্বরী মন্ডল
সমাজবিদ্যা বিভাগ, সেমিস্টার ১

ভূমিকা - মানুষ সুদুরের পিয়াসি। ঊষর মরু পেরিয়ে, দুর্গম হিমালয় জয় করে, অরণ্য মশাল জ্বেলে পথ খুঁজে আজীবন সে বেড়াতে ভালোবাসে। মনুষ্য জন্মে আমি নিজের রক্তেও অনুভব করেছি সে বেড়ানোর নেশা। ছোটবেলা থেকে অনেকবার পাহাড় দেখেছি কিন্তু সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়ে নিজের চোখে সমুদ্র দেখা কখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই সিদ্ধান্ত হল, পুরী যাওয়ার। শুরু হল দিন গোনা।

প্রথম সমুদ্র দর্শন - সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে আগে থেকেই ঘর বুক করা ছিল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রিকশায় করে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। রাস্তায় যেতে যেতে চোখে পড়ল সমুদ্র। হোটেলে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চলে এলাম সমুদ্রের তীরে। সেখানে লোকের ছড়াছড়ি। সবাই ছবি তুলতে ব্যস্ত। আমার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইন

"হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা"

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান - পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশের জায়গা দেখতে। দেখলাম - ধবলগিরি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, কোনারক আর সূর্য মন্দির। বহুকাল আগে তৈরি এই মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। পরদিন দেখলাম সূর্যোদয় - সমুদ্রে মিশে থাকা দিগন্ত ক্রমশ লাল হয়ে উঠতে লাগলো। প্রকৃতির কি অপরূপ সে সৌন্দর্য। বিকালে গেলাম জগন্নাথ মন্দিরে। তারপর কিছু কেনাকাটা করে ঘরে ফিরলাম ।

উপসংহার - পরদিন আমাদের ফেরার পালা। সেদিন সকাল থেকে অধিকাংশ সময় কাটিয়েছি সমুদ্রের ধারে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যার নামলো, যে পথ দিয়ে এসেছি সে পথ দিয়ে আবার ফিরে যাওয়া। রিক্সায় যাওয়ার সময় সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলাম। শুধু একটা বড় ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ পেলাম। সেই শব্দে ছিল বিচ্ছেদের কান্না আর ছিল আবার ফিরে আসার আমন্ত্রণ।

কিছু কথা

মাহারুক নেসা

ইংরেজি বিভাগ, সেমিস্টার - ১

রুহি, তানিয়া, রোহন ও আকাশ চারজন ছোটবেলার খুব ভালো বন্ধু। তারা ছোট থেকেই একসঙ্গে স্কুল হাই স্কুলের পড়াশুনা করেছে।। একদিন তারা চার বন্ধু দেখা করে এবং কথায় কথায় রুহি তার তিন বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলে -

রুহি - এই তোরা কোন কলেজে ভর্তি হবি ভাবছিস?

রোহন - আমি আর আকাশ তো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবো। তারপর দেখা যাক।

আকাশ - আর তুই কি করবি?

রুহি - আমি তো ভাবছি NEET এর জন্য preparation নিবো। এই তানিয়া, তুই এতো কি ভাবছিস?

তানিয়া - এই চুপ করবি তোরা। আর রোহন, তুই একদম বাজে কথা বলবি না।

রুহি - আরে আরে, কি হলো তোর, এত রেগে যাচ্ছিস কেনো? ও তো মজা করছে।

আকাশ - এই তানিয়া, কি হয়েছে রে তোর। আজ এত মন খারাপ কেন?

তানিয়া - কিছু হয় নি।

রোহন - এই বলবি, কি হয়েছে? (রেগে গিয়ে)

তানিয়া - আসলে বাবা-মার সাথে কলেজ ভর্তি হওয়া নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে।

রুহি - কেন, কি বলছে উনারা?

তানিয়া - কি আর বলবে, তোরা তো জানিস আমি ছবি আঁকতে কত ভালোবাসি। তাই আমি আজ বাড়িতে বললাম যে আমি Artist হতে চাই। শুনেই তো বাড়িতে ঝামেলা চলছে।

তিনজন একসঙ্গে - ওহ।

আকাশ - তুই একবার ভালোভাবে বুঝিয়ে দেখ।

তানিয়া - তোর কি মনে হয় আমি বোঝাইনি। জানিস ইঞ্জিনিয়ারিং বা নিট করতে বলছে। না হলে বিয়ে দিয়ে দিবে। আর না হলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

রোহন - এত ভাবিস না, যা হবে দেখা যাবে।

তানিয়া - জানিস, আমার মনে হয় ওরা আমার মা বাবাই না। ছোট থেকেই না আমার মা আমাকে ভালোবাসে, না বাবা। এরা শুধু সমাজের সামনে নিজেদের স্ট্যাটাস বজায় রাখতে চায়। তাই জন্য দেখনা, আমার পিছনে দুটো বডিগার্ড রেখেছে। যেন তাদের নাম খারাপ না করি। (শেষের কথাটুকু একটু হেসে বলে)

রুহি - তোর মা বাবা তোকে খুব ভালোবাসে তাই তো তোর জন্য বডিগার্ড রেখেছে যেন তোকে প্রটেক্ট করে।

আকাশ - হুম, রুহি ঠিক বলছে আঙ্কেল আন্টি তোকে খুব ভালোবাসে।

রোহন - আরে তোরা এত ইমোশনাল কেন হচ্ছিস, আজকে বাদ দে তো এগুলো। চল কিছু খাবো । আমার পেটে ইঁদুর ভাঙ্গরা করছে।

আকাশ, রুহি - হ্যাঁ হ্যাঁ চল সামনের দোকান তাই কিছু খেয়ে নেব।

তানিয়া - ইমোশনাল! ঠিক বলছিস রে, আজ মনে হয় বেশি ইমোশনাল হচ্ছি। (একটু মলিন ভাবে হেসে বিড়বিড় করে বলল) আজ আমার শেষ দিন তো তাই হয়তো! (দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল)

MANIKCHAK COLLEGE

OVERALL ACTIVITY 2024-25

Sl. No.	Date	Activities
1.	28-29.03.2025	Two Day Workshop on Developing Spe. Fic : The Basics
2.	26.01.2025	76th Republic Day Celebration
3.	08.01.2025	ক্যুইজ প্রতিযোগিতা
4.	07.01.2025	স্টুডেন্টস সেমিনার
5.	06.01.2025	নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা
6.	05.01.2025	বিতর্ক প্রতিযোগিতা (অনলাইন)
7.	04.01.2025	আবৃত্তি ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা
8.	03.01.2025	তাৎক্ষণিক অভিনয় প্রতিযোগিতা
9.	02.01.2025	তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা
10.	24.12.2024	পোস্টার প্রেজেন্টেশন, বাংলা বিভাগ
11.	23.12.2024	Quiz Competition, Dept. of Pol. Sc.
12.	23.12.2024	Departmental Quiz Competition for Semester–II, Dept. of Education
13.	19-20.12.2024	Annual Sports
14.	14.06.2024	Freshers' Welcome and Farewell, Dept. of Pol. Sc.
15.	14.12.2024	Constitution Day Celebration, Dept. of Pol. Sc.
16.	13.12.2024	Dept. of Pol. Sc. participated in the Quiz Competition of the Ministry of Education, GOI
17.	11.12.2024	ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ, বাংলা বিভাগ
18.	09.12.2024	Celebration of Human Rights Day, Dept. of Pol. Sc.
19.	2 & 3.12.2024	Excursion to Darjeeling, Dept. of English
20.	22 & 23.11.24	Workshop on Developing Fiction, Dept. of English
21.	01 & 3.10.24	Two-day Film Festival, Dept. of English
22.	01.10.2024	Two-day Film Festival, Dept. of Bengali and Dept. of English
23.	26.09.2024	Observation of Vidyasagar Jayanti, Dept. of Bengali and Dept. of English
24.	12.09.2024	A Silent Rally against the R. G. Kar Incident
25.	05.09.2024	Celebration of Teachers' Day, Dept. of Pol. Sc., History, Sanskrit, Education, Bengali
26.	15.08.2024	Independence Day Celebration
27.	27.07.2024	Departmental Quiz Competition for Semester–IV, Dept. of Education
28.	26.07.2024	Debate Competition 2024-25, Dept. of Sanskrit
29.	25.07.2024	Group Discussion 2024-25, Dept. of Sanskrit
30.	24.07.2024	Quiz Competition 2024-25, Dept. of Sanskrit
31.	20.06.2024	Farewell & Freshers Welcome, Dept. of Education.
32.	20.06.2024	প্রদর্শনী, বাংলা বিভাগ
33.	13.06.2024	Farewell & Wall Magazine, Dept. of History
34.	11.06.2024	Excursion, Dept. of History
35.	07.06.2024	নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা, বাংলা বিভাগ
36.	06.06.2024	Farewell Program 2023-24, Dept. of Sanskrit
37.	05.06. 2024	Farewell of Batch 2021-24, Dept. of Pol. Sc.
38.	31.05.2024	Farewell Program, Dept. of History
39.	24.05.2024	পোস্টার প্রেজেন্টেশন, বাংলা বিভাগ
40.	23.04.2024	Inauguration of Wall Magazine, Dept. of English
41.	23.04.2024	Exhibition of Photography: Ghatshila Excursion, Dept. of Pol. Sc. English

MANIKCHAK COLLEGE

DATA SHEET OF SCHOLARSHIP (2023-24)

SCHOLARSHIP	UR		SC		ST		OBC-A		OBC-B		TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
KANYASHREE	0	159	0	49	0	0	0	29	0	8	0	245
SWAMI VIVEKANANDA MERIT-CUM MEANS	208	193	148	126	0	0	0	0	32	24	388	343
POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR SC/ST/OBC (OASIS)	0	0	482	474	1	1	07	09	79	61	569	508
AIKYASHREE	1180	1057	0	0	0	0	428	372	0	0	1608	1429

MANIKCHAK COLLEGE

FACILITIES

Library
Canteen
ICT enabled Classrooms
Seminar Room
Play Ground
Sports Supports
Computer Lab
Reading Room
Digital Classroom(s)
Wifi
Purified drinking Water
Solar Energy
Parking Zone
CCTV surveillance
Career Corner
Common Rooms (boys & girls)
~100% Cashless Transaction
Digital Library
Inflibnet
Departmental Library

FUTURE PLAN

Opening of Science stream
MoU with other Institution(s)

NEW SUBJECTS

Physical Education, Economics
Geography, Defense Studies,
Arabic

PG Course
Auditorium
Ensure 100% Students Attendance
Creation of more Teaching and Non-Teaching post
Paperless Office
NCC
Research

ACTIVITY(S)

Seminar : National, International
Workshop
Career Counseling
Endowment Lectures
Add-on Course(s)

NSS

Blood Donation Camp, Awareness Program, Safe Drive Save Life, Campus Cleaning etc.

Interaction with Stakeholders
Educational Tour
Field Trip, Students' Seminar, Cultural Program, Games & Sports,
Wall Magazine, Institutional Magazine, Poster Presentation, Exhibition, Quiz, Debates,
Extempore, Short Drama

SCHOLARSHIP

Awareness and Orientation Programme, Special Camp(s)

Celebration of Students' Week

মানিকচক কলেজ